



ISSN:2072-0009

*The
Journal of
Local
Government*

**NATIONAL INSTITUTE
OF LOCAL GOVERNMENT**

*The
Journal of
Local
Government*



**BI-ANNUAL JOURNAL OF
NATIONAL INSTITUTE OF LOCAL GOVERNMENT**

Copyright

National Institute of Local Government (NILG)
29, Agargoan, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Published by

National Institute of Local Government (NILG)
29, Agargoan, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Published in

June 2022

Printed by

Nilmoni Printing Press

EDITORIAL BOARD

| | |
|--|--------------------|
| Saleh Ahmed Mujaffor Director General | : Chairman |
| Md. Rashidul Hassan Director Research & Planning | : Editor |
| Md. Moniruzzaman Director (Training & Consultancy) | : Member |
| Md. Israt Hossian Khan Director (Program & Evaluation) | : Member |
| Md. Abdul Khaleque Joint Director (Research & Planning) | : Associate Editor |
| A. Jehad Sarker Assistant Director | : Associate Editor |
| Mohammad Abdul Jalil Mollik Publication Officer | : Member Secretary |

The views expressed in this Journal are those of the authors and do not necessarily reflect the official views of the Institute.

CONTENTS

| | Pages |
|--|--------|
| যুগোপযোগী জেলা পরিষদ গঠনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ: বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা পরিষদের শ্রেণীপটে একটি পর্যালোচনা | 1-32 |
| Municipal Financing in context of Bangladesh's Graduation to Middle Income Country: A Case Study on Municipal Development Fund (MDF) Application | 33-52 |
| Institutionalization of Climate Governance in order to ensure Local Sustainable Development: A Case of Kurigram Sadar, Rangpur. | 53-80 |
| ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানে সমস্যাসমূহ: একটি পর্যালোচনা | 81-114 |

CONTRIBUTORS

মোঃ আহসান হাবিব

উপ সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

Ahmmad Zaman Tariq, PMP

Urban Development Specialist (UDS)
Bangladesh Municipal Development
Fund (BMDF), Level-13, Grameen
Bank Bhaban, Mirpur-2, Dhaka-1216.

Md. Kazi Rezuan Hossain

Assistant Professor
Department of Political Science,
Begum Rokeya University, Rangpur

Md. Shahadat Hossain Shamim

Master of Social Science (Mss)
Political Science department
Begum Rokeya University, Rangpur

Md. Shiful Islam

Assistant professor
Department Of political science,
Begum Rokeya University, Rangpur

নুরুল ইসলাম

গবেষণা কর্মকর্তা
এনআইএলজি, ঢাকা

কার্যকর ও যুগোপযোগী জেলা পরিষদ গঠনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ: বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যালোচনা

মোঃ আহসান হাবিব

সারবস্তু:

জেলা পরিষদ বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের একটি প্রাচীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ শাসন আমলের মধ্যে ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নানা রকম বিবর্তনের পর জেলা পরিষদ আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রাথমিকভাবে জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল জেলার রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্টসহ অবকাঠামো তৈরীতথা সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন ও তদারকির জন্য। একই ভাবে শহরের অবকাঠামো নির্মাণ ও নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ১৮৬৪ সালের পর পৌরসভা যাত্রা শুরু করে। আর অনেক আগে থেকেই প্রশাসনিক সার্বিক কাজ সম্পাদিত হতো কালেক্টরেট বা জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন ও তদারকির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য রয়েছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর, অফিস আদালত ভবন নির্মাণ তথা পূর্ত কাজের জন্য রয়েছে গণপূর্ত বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ। এভাবে একের পর এক বিশেষায়িত দপ্তর সৃষ্টির ফলে জেলা পরিষদের কার্যক্রম সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তবে একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র জেলা অধিক্ষেত্র হওয়ায় এবং জেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হওয়ায় অবস্থানগত কারণে জেলা পরিষদের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সে কারণেই জেলা পরিষদকে টিকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু জেলা পরিষদকে কার্যকরভাবে টিকে থেকে জনস্বার্থে কাজ করার জন্য কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার। এই প্রেক্ষাপটেই এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

১ পটভূমি:

১.১ ভূমিকা: ব্রিটিশ শাসনামলের শেষার্ধ্বে অর্থাৎ সিপাহী বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জেলা পরিষদ একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। জেলা পরিষদ বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ শাসন শুরুর পূর্বে এদেশে পায়ে হেঁটে চলার রাস্তা, গবাদী পশুর চলার কাঁচা রাস্তা, গরুর গাড়ীর রাস্তা, ঘোড়ার চলার রাস্তা ছিলো। এই রাস্তাগুলো ছিলো এলাকা ভিত্তিক, সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, আঁকাবাঁকা। এই রাস্তাগুলো এক বা দুই কিলোমিটার গিয়ে শেষ হয়ে যেতো। কোথাও কোথাও দৈর্ঘ্য বেশি হলেও রাস্তা সঙ্কীর্ণ, কর্দমাক্ত ও খানা খন্দকে ভরা। পরবর্তীতে ইংরেজদের প্রশাসনিক কাজে যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং আরও পরে উপমহাদেশে মেট্রিগাডি আনা হলে এই রাস্তাগুলোর মাঝে যেখানে রাস্তা ছিলোনা সেখানে রাস্তা বের করে একটির সাথে আর একটির সংযোগ সাধন করে দূর দুরান্তের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এইসব দুর্কহ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পালনের জন্যই জেলা পরিষদ স্থাপন করা হয়। এছাড়াও সুপেয় পানির জন্য কুয়া খনন, পুকুর খনন ও সংস্কার, স্কুল, কলেজ,

মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার, সরাইখানা, ডাকবাংলো স্থাপন, ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণের কাজ জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হতো। কালের বিবর্তনে বর্তমানে জেলা পরিষদের কার্যক্রম সীমিত হয়ে এসেছে। বড় বড় কাজ করার জন্য বিভিন্ন দপ্তর স্থাপিত হওয়ায় বর্তমানে জেলা পরিষদের মূল কাজ হলো ছোট ছোট ড্রেন, কালভার্ট, রাস্তা নির্মাণ, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশান সংস্কার, স্কুল, কলেজ মাদ্রাসার ছোট ছোট অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি। জেলা পরিষদের যে জমিজমা, দোকান, মার্কেট রয়েছে তা তদারকির অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জনবলের অভাবে সম্পত্তি রক্ষা করা, উন্নয়নমূলক কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করাও দুর্জহ হয়ে পড়েছে। এভাবে জেলা পরিষদের কর্মদক্ষতা দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং একটি অকার্যকর স্থানীয় সরকারে পরিনত হচ্ছে। কিন্তু একথা সত্য যে, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো একটি জেলা এবং জেলা পরিষদ এমন একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সমগ্র জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয় সাধন ও মনিটর করা সম্ভব ও যৌক্তিক। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর ও যুগোপযোগী, জনহিতকর, স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য: প্রত্যেক গবেষণার সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- (ক) উন্নয়নমুখী, স্বনির্ভর, জনহিতকর তথা কার্যকর জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা;
- (খ) প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণ করার বিষয়ে কার কী করণীয় সে বিষয়ে সুপারিশ উপস্থাপন করা।

১.৩ যৌক্তিকতা: দেশের চারটি স্থানীয় সরকার কাঠামো অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌর পরিষদ (পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) ও জেলা পরিষদ এর মধ্যে জেলা পরিষদ এর অধিক্ষেত্র সবচেয়ে বড় এবং অতীতকাল থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো একটি জেলা এবং সমগ্র জেলাকে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা জেলা পরিষদেরই কাজ। সমগ্র জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করাটা যৌক্তিকভাবে জেলা পরিষদের হাতেই ন্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু নানা ঘটনা পরম্পরায় জেলা পরিষদ আজ নিজেই অচল হতে বসেছে। জেলা পরিষদ তার নিজস্ব আয় দিয়ে চলতেপারছেনো। সূষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও লোকবলের অভাবে তার নিজের সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তা কর্মচারির অভাবে অনেক জেলা পরিষদ তার দাপ্তরিক কাজ কর্ম ঠিকমত চালিয়ে নিতে পারছে না। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে কেন এই অবস্থা এবং এ থেকে উত্তরণের উপায়। কারণ জেলা পরিষদ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে অবলুপ্ত করা বা মেরে ফেলা সম্ভব নয়। আবার বর্তমান মুমূর্ষ অবস্থায় রাখাও যৌক্তিক নয়। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর ও গতিশীল করতে পারলে এর নিজস্ব সম্পদ দিয়েই এটিকে চালানো সম্ভব। গাড়ীর ব্যাটারি দুর্বল হয়ে গেলে ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট দিতে হয়ে। সেই ব্যাটারি নতুনভাবে লাগালে তা নিজেই গাড়িকে সচল করে। সুতরাং একটি ব্যাটারির অভাবে সমগ্র গাড়িটিকে অচল করে রাখা যুক্তিসূক্ত হতে পারে না। জেলা পরিষদকে স্বনির্ভর যুগোপযোগী, কার্যকর ও গতিশীল করতে শুধু সরকার একা চেষ্টা করলে চলবে না, জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১.৪ পুস্তক পর্যালোচনা:

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু জেলা পরিষদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন গবেষণা পরিচালনা বা কোন লেখা প্রকাশিত হয়নি। অনেক আগে থেকেই জেলা পরিষদ খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলালেও ২০১৬ সালের নির্বাচনের পর একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছে। চেয়ারম্যান ও ২০ জন সদস্য নিয়ে মোট ২১ জনের সম্মানী ভাতা দিতে গিয়ে জেলা পরিষদের কোষাগারে টান পড়েছে। তাই জেলা পরিষদের আয় বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। তাছাড়া ২১ জন জনপ্রতিনিধি এই প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর ও যুগোপযোগী, জনহিতকর, স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে কি ভূমিকা রাখছে সে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদ নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট কোন লেখা প্রকাশ হয়নি। (Ehsan, S.M.A & Kamruzzaman, M (2019). "Revisiting the Reforms of Rural Local Government Institutions in Bangladesh: From Past to Present", Bangladesh Journal of Administration and Management, BCS Administration Academy, 31: 1-17.)

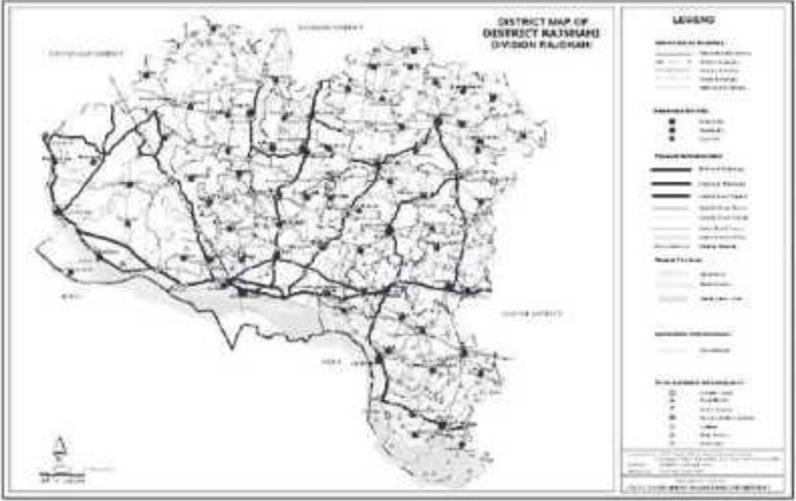
১.৫ গবেষণার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল: দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো একটি জেলা এবং সমগ্র জেলার সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে। সমগ্র জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও সমন্বয় করাটা যৌক্তিকভাবে জেলা পরিষদের হাতেই ন্যস্ত থাকার কথা। জেলা পরিষদের মাধ্যমে ঐ জেলার সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের/ উন্নয়ন কাজের তালিকা সংরক্ষণ ও সমন্বয় করা গেলে একদিকে দ্বৈততা এড়ানো যাবে, অন্যদিকে সুসম উন্নয়ন সাধিত হবে। তাই জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। আমার এই গবেষণাটি সম্পন্ন হলে তা জেলা পরিষদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং জনগন ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। এছাড়া সরকারের পক্ষেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার নিয়ে যে সব সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠানও এই গবেষণার মাধ্যমে উপকৃত হবে।

২. গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুণগত (Qualitative Method) পদ্ধতি ও পরিমাপগত পদ্ধতি (Quantitative Method) অর্থাৎ মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত (Primary Data) ও সেকেন্ডারী তথ্য-উপাত্ত (Secondary Data) এই উভয় ধরনের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণা এলাকার পরিচিতি:

রাজশাহী জেলা পরিষদ ও সমগ্র রাজশাহী জেলা একই অধিক্ষেত্র। রাজশাহী জেলা বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি সীমান্তবর্তী জেলা। এর আয়তন ২৪০৭.০১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২৩,৭৭,৩১৪ জন। রাজশাহী জেলা বাংলাদেশের পুরাতন জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিখ্যাত পদ্মা নদীর ধারে বর্তমান রাজশাহী জেলা শহর ১৮২৫ সালে যাত্রা শুরু করে।



২.১ তথ্যের উৎস: বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও জেলা পরিষদ, আইন ২০০০, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর অধিনস্থ দপ্তর কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধিমালা, পরিপত্র, অফিস আদেশ, নির্দেশিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি, বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ, বিভিন্ন জার্নাল, গবেষণা প্রবন্ধ, জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে মূলত: সেবাপ্রার্থীদের মতামত, জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের সাক্ষাৎকারই তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়াও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.২ তথ্য বিশ্লেষণ: প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ছক ও টেবিল আকারে বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলাফল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে লেখচিত্র, পাইচार्ट ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ (Descriptive Analysis) পদ্ধতিতে ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা: রাজনৈতিক কারণে মানুষ তার মতামত দিতে ভয় পায়। এছাড়া জেলা পরিষদের সদস্যগণ ও সেবাপ্রার্থীগণ এবং অংশীদারগণ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বর কর্মকর্তা, কর্মচারীগণকে জড়িয়ে কোন মন্তব্য করতেও ভয় পায়, কারণ বিভিন্ন কাজে তাদের কাছে যেতে হয়। দুর্নীতি বা অনিয়ম সম্পর্কে অভিযোগ বা অন্য কোন বিষয়ে অভিযোগ দিতে বা কথা বলতেও দ্বিধা করে বা ভয় পায়। কারণ একবার বৈরী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলে পরবর্তীতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে বা অন্য যে কোন ভাবে হয়রানীর শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এসব কারণে প্রকৃত মতামত পাওয়া খুবই কঠিন যা গবেষণাকে প্রভাবিত করে।

৩. বাংলাদেশের জেলা পরিষদের সার্বিক চালচিত্র:

৩.১ জেলা পরিষদের বর্তমান কার্যক্রমঃ জেলা পরিষদ আইন ২০০০ এর ২৭ (২) এবং ২৭ (৩) ধারায় আবশ্যিক কার্যাবলী ও ঐচ্ছিক কার্যাবলীর কথা বলা হয়েছে। প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে ১২ টি আবশ্যিক কার্যাবলী এবং প্রথম তফসিলের ২য় অংশে ৬৮ টি ঐচ্ছিক কার্যাবলীর কথা বলা হয়েছে।

১২টি আবশ্যিক কার্যাবলী হলো :

১. জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা;
২. উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;
৪. উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজ এর নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন;
৫. রাজস্ব পার্শে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে রক্ষণোপণ ও উহার সংরক্ষণ;
৬. জনসাধারণের ব্যবহারার্থে উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ;
৭. সরকারি, উপজেলা পরিষদ বা পৌরসভার রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাটের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
৮. সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৯. জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা;
১০. উপজেলা ও পৌরসভাকে সহায়তা, সহযোগিতা, এবং উৎসাহ প্রদান;
১১. সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
১২. সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজ।

৩.২ জেলা পরিষদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস:

জেলা পর্যায়ের এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, জেলা বোর্ড ইত্যাদি নামে পরিচালিত হয়ে আজকের জেলা পরিষদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

(ক) ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের ফলে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং রাজস্ব আদায় ও গ্রামের শান্তি- শৃংখলা রক্ষার ভার জমিদারের উপর অর্পিত হয়। তারা নিজ জমিদারীকে নিজস্ব কায়দায় বিভাজন করে এবং বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে কর আদায়, বিচার, শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও শাসন কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ পদ্ধতিটি কালক্রমে স্থানীয় সরকারের রূপ পরিগ্রহ করে।

(খ) ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবের পর ব্রিটিশ সরকার নতুন আঙ্গিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তৎপক্ষে ১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন প্রবর্তিত হয়। পঞ্চায়েত সদস্যরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন।

মূলত এই আইনের মাধ্যমে পুরনো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ ছিলো গ্রামে প্রহরী বা চকিদার নিয়োগ যারা সরকারের আদেশ উপদেশ রক্ষণাবেক্ষণ করে। স্থানীয়ভাবে কর আদায়ের দায়িত্ব পালন করত পঞ্চায়েত।

(গ) ১৮৭৯ সালে লর্ড মেয়র প্রস্তাবিত বেংগল রোড সেস এ্যাক্ট পাশ হয়। এটিই জেলা পর্যায়ে সর্ব প্রথম স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এর প্রধান কাজ ছিল সেসের হার নির্ধারণ, আয় ও ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিরূপণ। এই কমিটি সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে কাজ করে।

(ঘ) ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য একটি রেজুলেশন তৈরি করেন। ফলাফল হিসেবে ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল কাউন্সিল Bengal Local Self Government আইন পাশ করে। আইনের কার্যকারীতা হিসেবে সারা বাংলা প্রদেশ ১৬ টি জেলায় ভাগ হয়ে যায়। বর্ধমান, রাজশাহী, ঢাকা, পাবনা নিয়ে বাংলা প্রদেশের একটি বিভাগ গঠিত হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়। যথা:-
(১) জেলা বোর্ড (District Board); (২) স্থানীয় বোর্ড (Local Board) এবং
(৩) ইউনিয়ন কমিটি (Union Committee)।

১. জেলা বোর্ড (District Board): প্রত্যেক জেলার জন্য একটি জেলা বোর্ড। জেলার আকার ও আয়তন অনুসারে জেলা বোর্ড ১৮-৩৪ সদস্য নিয়ে গঠিত হত। প্রত্যেক সদস্য কেন্দ্রীয়ভাবে ৫ বছরের জন্য নিয়োগ করা হত। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। জেলার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব থাকত জেলা বোর্ডের উপর।

(ঙ) ১৯১৯ সালে আরো একটি স্থানীয় সেল গভর্নমেন্ট আইন পাস করে ব্রিটিশ সরকার। এর মাধ্যমে আগের চকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে নতুন ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। এই আইনে জেলা বোর্ডের গঠনে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

(চ) ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাসিক ডেমোক্রেসি নামে একটি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। ১৯৫৯ সালে The Basic Democracy Order পাস করেন তিনি। এর মাধ্যমে (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল, (২) থানা কাউন্সিল, (৩) জেলা কাউন্সিল এবং (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল নামে চার স্তরের স্থানীয় শাসন কাঠামো গঠন করা হয়। এছাড়া তিনি ১৯৬০ সালে গৌরশাসন সংক্রান্ত একটি প্রশাসনিক অর্ডিনাল আইন জারি করেন।

(ছ) বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান President Order No. ৭ জারি করেন। এই আদেশের মাধ্যমে পূর্বের জেলা কাউন্সিল পরিবর্তন করে জেলা বোর্ড নামকরণ করা হয়।

- (জ) ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা লাভের পর একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন যার মাধ্যমে প্রত্যেক জেলার জন্য একটি জেলা পরিষদ এবং থানার জন্য থানা পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়।
- (ঞ) ১৯৮৮ সালে এরশাদ সরকার নতুন স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাস করেন। এই আইনে জেলা পরিষদের আবশ্যিক কার্যাবলী ১২টি এবং ঐচ্ছিক ৬৯ এবং আয়ের উৎস মাত্র ৮টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনে ৩টি পার্বত্য জেলা বাদে অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এই আইনে সরকার চেয়ারম্যান মনোনীত করতেন। পরিষদের সদস্য ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, মনোনীত সদস্য ও মনোনীত মহিলা সদস্য। মনোনীত চেয়ারম্যানকে ডেপুটি মিনিস্টার এর পদমর্যাদা দেয়া হয়।
- (ট) ১৯৯১ সালে কিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে চেয়ারম্যানগণকে অপসারণ করেন এবং জেলা প্রশাসক ও সরকারি কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব প্রদান করেন।
- (ঠ) ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন ২০০০ পাশ করা হয়। যার অধীনে বর্তমানে জেলা পরিষদের কার্যক্রম চলমান আছে।

৩.৩ বর্তমানে জেলা পরিষদ এর গঠন:

২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জেলা পরিষদ আইন ২০০০ পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে, প্রত্যেক জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, গণের জন সদস্য, পাঁচজন মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসন) নিয়ে জেলা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। গঠিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর, এবং নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারের ইলেক্টরাল ভোটে হবে। প্রতিটি জেলা পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর।

৩.৪ জেলা পরিষদের অতীত ও বর্তমান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র:

অতীতে জেলা পরিষদ এর গৌরবময় অবদান: ১৮৮২-১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জেলা পরিষদ বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বৃটিশ শাসন শুরু পূর্বে, এদেশে গরুর গাড়ীর রাজ্য, ঘোড়ার চলার রাজ্য, পায়ে হেঁটে চলার রাজ্য ও গবাদী পশুর চলার কাঁচা রাজ্য ছিলো। এই রাজ্যগুলো ছিলো এলাকা ভিত্তিক, সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, আঁকাবাকা। এই রাজ্যগুলোর মাঝে যেখানে রাজ্য ছিলোনা সেখানে রাজ্য বের করে একটির সাথে আর একটির সংযোগ সাধন করে দূর দুরান্তে র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এভাবেই একটি গঞ্জের সাথে আর একটি গঞ্জের, একটি মহকুমার সাথে অপর মহকুমা শহরের, একটি থানার সাথে আর একটি থানার, একটি জেলার সাথে অপর জেলার সংযোগ রাজ্য তৈরী হয়। সে সময় বৃটিশ অফিসার এসব রাজ্য দিয়ে যাতায়াত শুরু করেন। এসব রাজ্য উঠুঁ করা, বর্ষায় ভেঙে গেলে মেরামত করা, কাদায় ডুবে গেলে সংস্কার করা, রাজ্যের পাশে গাছ লাগিয়ে স্থায়ী অবয়ব দেয়া, গাছপালা লাগিয়ে রাজ্য মজবুত করা

এসবই ছিল জেলা পরিষদের কাজ। রাস্তার গোড়াপত্তন, আঞ্চলিক রাস্তার বিচ্ছিন্ন অংশের জমি গ্রহণ করে সংযোগ সাধন করে একটির সাথে আর একটির সংযোগ সাধন করে দূর দুরান্তের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। মসজিদ, মন্দির, স্কুল মাদ্রাসার অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন, রাস্তার রাস্তা উঠুঁ করা, বর্ষায় ভেঙে গেলে মেরামত করা, কাদায় ডুবে গেলে সংস্কার করা, রাস্তার পাশে গাছ লাগিয়ে স্থায়ী অববয়ব দেয়া, গাছপালা লাগিয়ে রাস্তা মজবুত করা এসবই ছিল জেলা পরিষদের কাজ।

৩.৫ বর্তমান কাজ: জেলা পরিষদের বড় রাস্তাগুলো এখন সড়ক ও জনপথ বিভাগ, এলজিইডি র এখতিয়ারে চলে গেছে। এখন গ্রামীণ ছোট ছোট রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, স্কুল মাদ্রাসার অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, গজু খানা, শৌচাগার নির্মাণ, মসজিদ-মন্দির, কবরস্থান, শাশান সংস্কার, জেলা পরিষদের প্রধান কাজ। এছাড়া দরিদ্রদের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, বন্যায় ভেঙে যাওয়া কাঁচা রাস্তা সংস্কার জেলা পরিষদ করে থাকে।

বর্তমানে জেলা পরিষদের কাজ নিম্নরূপ:

১. স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী, ক্লাব নির্মাণ ও সংস্কার;
২. গোরস্থান ও শশ্যান সংস্কার;
৩. মসজিদ, মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার;
৪. গ্রামীণ রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার;
৫. ত্রাণ বিতরণ;
৬. স্কুল কলেজ, মাদ্রাসায় বেষণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ।

৩.৬ জেলা পরিষদের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ:

| আয়ের প্রধান উৎস | ব্যয়ের খাতসমূহ |
|------------------------------------|---|
| ১. ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ১. চেয়ারম্যান সদস্যদের সম্মানী ভাতা |
| ২. মার্কেট/ দোকান ভাড়া থেকে আয় | ২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
| ৩. জমি শিজ দিয়ে আয় | ৩. উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে ব্যয় |
| ৪. ফিক্সড ডিপোজিটের লাভ থেকে আয় | ৪. উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয় |
| ৫. অভিটোরিয়াম ভাড়া থেকে | ৫. যানবাহন খাতে ব্যয় |
| ৬. খেয়াঘাট শিজ দিয়ে প্রাপ্ত আয় | ৬. শিক্ষাবৃত্তি খাতে ব্যয় |
| ৭. হাটবাজার ইজারা থেকে আয় | ৭. ত্রাণসামগ্রী বিতরণ খাতে ব্যয় |
| ৮. অন্যান্য বানিজ্যিক প্রকল্প থেকে | ৮. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান |
| ৯. টেন্ডার বিক্রয় থেকে আয় | ৯. চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা। |
| ১০. সরকারের প্রদত্ত অনুদান | ১০. কর্মচারীদের অবসরকালে অর্থিক সুবিধা। |

৪. রাজশাহী জেলা পরিষদের সার্বিক চালচিত্র:

৪.১ এক নজরে রাজশাহী জেলা পরিষদ:

| ক্রম | বিবরণ | সংখ্যা |
|------|------------------------|--------|
| ১. | ডাকবাংলো | ১২ টি। |
| ২. | মার্কেট/সুপার মার্কেট | ০১ টি। |
| ৩. | দোকানের সংখ্যা | ৫৫ টি |
| ৪. | পুকুর | ২১ টি। |
| ৫. | মিলনায়তন/অডিটোরিয়াম | ০৩ টি। |
| ৬. | ফেরী ঘাট | ০৪ টি। |
| ৭. | আন্তঃ জেলা ফেরীঘাট | ০৩ টি। |
| ৮. | আন্তঃ বিভাগীয় ফেরিঘাট | ০১টি |

৪.২ রাজশাহী জেলা পরিষদের জমির তথ্য:

| ক্রম | বিবরণ | পরিমাণ |
|------|----------------|----------|
| ১. | মোট জমি | ১৭০০ একর |
| ২. | লীজ অযোগ্য জমি | ১৫৮৫ একর |
| ৩. | লীজ যোগ্য | ১১৫ একর |
| ৪. | লীজকৃত জমি | ৪৭ একর |
| ৫. | বেদখল জমি | ৭.৩৪ একর |

৪.৩ কর্মরত কর্মচারীর তথ্য:

| ক্রম | পদবি | সংখ্যা | শ্রেণি |
|------|---------------------------------------|--------|--------|
| ১. | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | ১ | |
| ২. | সহকারী প্রকৌশলী | ১ | |
| ৩. | উপ সহকারী প্রকৌশলী | ০ | |
| ৪. | প্রধান সহকারী | ১ | |
| ৫. | হিসাব রক্ষক | ১ | |
| ৬. | উচ্চমান সহকারী | ১ | |
| ৭. | নিম্নমান সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ১ | |
| ৮. | সার্ভেয়ার | ১ | |
| ৯. | ইলেক্ট্রিশিয়ান | ১ | |
| ১০. | গাড়িচালক | | |
| ১১. | রোলার গাড়িচালক | | |
| ১২. | অফিস সহায়ক | | |
| ১৩. | নৈশ গ্রহরী | | |
| ১৪. | সুইপার | | |

| | | | | |
|-----|--|----------------|---|---------------|
| ০৭. | ডাকবাংলো থেকে আয় | ২,৫০,০০০/- | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্রমণ ভাতা | ৬,০০,০০০/- |
| ০৮. | অডিটরিয়াম ডাড়া বাবদ আয় | ১২,০০,০০০/- | গাড়ীচালক ও চতুর্ধ শ্রেণির কর্মচারীদের পোষাক | ৪,০০,০০০/- |
| ০৯. | দোকান/মার্কেট হতে | ৩,০০,০০০/- | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আকস্মিক মৃত্যুতে সাহায্য প্রদান | ২,০০,০০০/- |
| ১০. | পরিভ্রান্ত দালান/যানবাহন গাছ বিক্রি | ২,০০,০০০/- | যানবাহন মেরামত | ৫,০০,০০০/- |
| ১১. | অর্থ বিনিয়োগ হতে আয় | ৫০,০০,০০০/- | যানবাহনের জ্বালানী | ১০,০০,০০০/- |
| ১২. | বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাধারণ মঞ্জুরী | ৬,০০,০০,০০০/- | টেলিকোন/ইন্টারনেট ব্যয় | ২,০০,০০০/- |
| ১৩. | বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাধারণ মঞ্জুরী | ৪,০০,০০,০০০/- | পৌর কর | ৫০,০০,০০০/- |
| | মোট | ২৩,০৬,৫০,০০০/- | | |
| ১৪. | | | ভূমি উন্নয়ন কর | ১০,০০,০০০/- |
| ১৫. | | | বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি বিল | ১০,০০,০০০/- |
| ১৬. | | | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়/মেরামত | ৩,০০,০০০/- |
| ১৭. | | | গ্যাস বিল, গ্যাস লাইন স্থাপন/মেরামত | ২,০০,০০০/- |
| ১৮. | | | মনোহরী দ্রব্য ক্রয় | ৩,০০,০০০/- |
| ১৯. | | | বিভিন্ন সভা/সেমিনার/দিকস/ অনুষ্ঠান আয়োজন ব্যয় | ৫,০০,০০০/- |
| ২০. | | | কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়/ মেরামত | ৪,০০,০০০/- |
| ২১. | | | ফটোকপি মেশিন বাবদ ব্যয় | ৫,০০,০০০/- |
| ২২. | | | জীপগাড়ি ক্রয় | ১,০০,০০,০০০/- |
| ২৩. | | | মোটর সাইকেল ক্রয় ও মেরামত | ৩,০০,০০০/- |
| ২৪. | | | ক্রোকবরীজ ক্রয় | ৩,০০,০০০/- |
| ২৫. | | | মোকদ্দমা ব্যয় | ৪,০০,০০০/- |
| ২৬. | | | টেলিগ্রাফ বিজ্ঞাপন, কোম্পিউটার বাবদ | ৬,০০,০০০/- |
| ২৭. | | | জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন বাবদ ব্যয় | ৫,০০,০০০/- |
| ২৮. | | | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল | ৪,০০,০০০/- |

| | | | |
|-----|--|---|-------------|
| ২৯. | | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোষ্যদের শিক্ষা অনুদান | ৪,০০,০০০/- |
| ৩০. | | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোষ্যদের চিকিৎসা অনুদান | ৫,০০,০০০/- |
| ৩১. | | জ্ঞান বিতরণ | ১০,০০,০০০/- |
| ৩২. | | মুক্তিযোদ্ধা ও পরিবারবর্গের জন্ম | ৮,০০,০০০/- |
| ৩৩. | | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসভবন মেরামত | ৫,০০,০০০/- |
| ৩৪. | | মিলনায়তন সংস্কার | ১৫,০০,০০০/- |
| ৩৫. | | ডাকবাংলো সংস্কার | ১০,০০,০০০/- |
| ৩৬. | | অন্যান্য | |

৪.৬ রাজশাহী জেলা পরিষদের ডাকবাংলোসমূহ

| ডাকবাংলোর নাম | অবস্থান | কর্মচারীর সংখ্যা |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| মুন্ডুমালা ডাকবাংলো | তানোর, রাজশাহী | ০১ জন, মাস্টার রোল |
| তানোর ডাকবাংলো | তানোর, রাজশাহী | ০১ জন, মাস্টার রোল |
| গোদাপাড়ী ডাকবাংলো | গোদাপাড়ী রাজশাহী | ০১ জন, মাস্টার রোল |
| গোদাপাড়ী ডাকবাংলো | দর্শনপাড়া, পবা, রাজশাহী | ০১ জন, মাস্টার রোল |
| মোহনপুর ডাকবাংলো | মোহনপুর, রাজশাহী | ০১ জন, মাস্টার রোল |
| দুর্গাপুর ডাকবাংলো | দুর্গাপুর, রাজশাহী | ০১ জন, মাস্টার রোল |
| বিড়ালদহ ডাকবাংলো | বিড়ালদহ, পুঠিয়া, রাজশাহী | ০১ জন, মাস্টার রোল |
| ঝলমলিয়া ডাকবাংলো | ঝলমলিয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী | ০১ জন, মাস্টার রোল |
| চারঘাট ডাকবাংলো | চারঘাট, রাজশাহী | ০১৭৪১-৫৪৫৭৪৬ |
| বাঘা ডাকবাংলো | বাঘা, রাজশাহী | ০১৭২৯-৪৫৩৮৬৯ |
| ভবানীপল্ল ডাকবাংলো | ভবানীপল্ল, বাগমারা, রাজশাহী | ০১৭৪৫-৯৩১৬৪৯ |

৫ গবেষণায় শ্রান্ত পর্যবেক্ষণসমূহ পর্যালোচনাঃ

৫.১ জেলা পরিষদ কার্যকর ও যুগোপযোগী নয়:

২০ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়, এর মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি, জেলা পরিষদের সেবা গ্রহিতা, জনপ্রতিনিধি, কর্মচারী, সাংবাদিক ও প্রশাসনের কর্মকর্তা।

এর মধ্যে ৯০% বলেছেন যে জেলা পরিষদ কার্যকর ও যুগোপযোগী নয়। ৫% বলেছেন যে, জেলা পরিষদ কার্যকর, ৫% তাদের বক্তব্যে হ্যাঁ বা না কোনটাই বলেননি।

৫.১ কর্মপরিসীমা সুনির্দিষ্ট না থাকায় জেলা পরিষদ আইন ২০০০ এ জেলা পরিষদ কী ধরনের কাজ করবে তা উল্লেখ থাকলেও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সাথে কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা কিভাবে বিভাজিত হবে তার কোন দিকনির্দেশনা নাই। অনেক রাস্তার মধ্যে কোন রাস্তাটা জেলা পরিষদ মেরামত করবে? আজ যে রাস্তা জেলা পরিষদ নির্মাণ করছে, কাল তা এলজিইডি মালিকানায়ে চলে যাবে। সুতরাং জেলা পরিষদ যে রাস্তা নির্মাণ করবে তা স্থায়ীভাবে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন থাকা উচিত। মালিকানা পরিবর্তন এর সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকতে হবে। ডুপ্লিকেশন এড়ানোর জন্য হস্পেও রাস্তা-ব্রীজ-কালভার্টের একতিয়ার নির্ধারণ করে দিতে হবে। জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় অংশে ঐচ্ছিক কার্যাবলীতে বলা হয়েছে,

১। বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

২। ছাত্রাবাসের জন্য দালান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এখন প্রস্তুত হল, কী ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন, প্রাইমারী নাকি হাই স্কুল? আর বিদ্যালয় বা ছাত্রাবাস নির্মাণ/ মেরামতের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। তাছাড়া ঐ সব কাজ করার জন্য সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ রয়েছে, যেমন, শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস। এখন কোন প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের বিদ্যালয়ের কী কী কাজ করবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার। তা না হলে দৈনন্দিন সাথে বিভিন্ন অনিয়ম ঘটবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে।

এছাড়াও জেলা পরিষদকে যদি জেলার সমস্ত উন্নয়ন কাজ সমন্বয় করার দায়িত্ব দেয়া হয় তবে তারও স্বব্যাখ্যাত ও বিস্তারিত নীতিমালা থাকতে হবে। জেলা পরিষদ যেসব কাজ করবে তার সুনির্দিষ্ট তালিকা করে দেওয়া দরকার এবং তার জন্য আয়ের উৎস নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং বাস্তবায়নের সক্ষমতা সৃষ্টি করে দিতে হবে। জেলা পরিষদও তার কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে, যেমন, নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে জেলা পরিষদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেঃ

১. জেলা পরিষদ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কি ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করবে; প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন ও তৎসংলগ্ন উৎপাদন কারখানা স্থাপন।
২. দক্ষতা উন্নয়নে কি ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করবে;
৩. দরিদ্রের শিক্ষা সহায়তায় কী প্রকল্প গ্রহণ করবে;
৪. স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়নে কি প্রকল্প গ্রহণ করবে;
৫. স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কি প্রকল্প গ্রহণ করবে;
৬. অটোজম ব্যবস্থাপনায় কি প্রকল্প গ্রহণ করবে;
৭. শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য কি প্রকল্প গ্রহণ করবে;
৮. নারী নির্বাহিত প্রতিরোধ ও দুর্দশগ্রস্ত নারীদের উন্নয়নে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,

৫.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভাব

সত্যিকার অর্থে জেলা পরিষদের বর্তমান অবস্থায় কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। যেসব রাজস্বাট অন্য কোন বিভাগ করেনা সেসবই জেলা পরিষদ সংস্কার/ নির্মাণ করে থাকে। বড় বড় মার্কেট করে জেলা পরিষদ তার আয় বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু বড় সমস্যা জনবল ও অর্থ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দূরবর্তী সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। সুতরাং পরিকল্পনা গ্রন্থন, লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করতে হলে জনবল, অর্থ ও সুনির্দিষ্ট বিধিমালা থাকা আবশ্যিক।

জেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিয়ে কাজ করছে কিনা তার ধারণা পেতে নিম্নের প্রশ্নগুলোর জবাব জানা দরকারঃ

- * জেলা পরিষদ কি পরিকল্পনামূলকভাবে ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে? প্রকল্প কিভাবে বাছাই করা হয়?
- * কোন রাজস্ব, কোন স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, কোন মসজিদ, মন্দির, কোন কবরস্থান, শশ্মান সংস্কার/ নির্মাণ করবে তার কি কোন মানদণ্ড/ নীতিমালা আছে?
- * জেলা পরিষদ কি জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রন্থন করতে পেরেছে?
- * দারিদ্র নিরসনে জেলা পরিষদ কি কোন কৌশলপত্র তৈরি করেছে?
- * শিক্ষা বিস্তারে জেলা পরিষদের কি কোন লক্ষ্য আছে?
- * কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাসে কি পরিষদের কোন কর্মপরিকল্পনা আছে?
- * অটিজম ব্যবস্থাপনায় জেলা পরিষদের পরিকল্পনা কী?
- * নারী উন্নয়নে জেলা পরিষদের পরিকল্পনা কী?
- * শারিরিক প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য জেলা পরিষদের কি কোন কর্মপরিকল্পনা আছে?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে জেলা পরিষদের আসলে সুপরিকল্পিত কোন লক্ষ্য নাই।

৫.৩ কর্মপরিধির তুলনায় কর্মচারী স্বল্পতা: একটি জেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য যে সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর দরকার তার এক দশমাংশ কর্মচারীও রাজশাহী জেলা পরিষদে কর্মরত নাই। যেসব কর্মচারী আছে তাদের মধ্যে দু/তিন জন বাদে বাকীদের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য প্রতি উপজেলার জন্য একজন ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/সার্ভেয়ার দরকার। সেখানে রাজশাহী জেলা পরিষদের জমিজমা দেখাশোনা, মাপজোখ, সীমানা স্থাপন, লীজ ব্যবস্থাপনা, ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে কোন কর্মচারী নেই। পুরো জেলা পরিষদের জন্য মাত্র একজন সার্ভেয়ার রয়েছেন। জমিজমা মাপ জোখের জন্য নেই কোন চেইনম্যান। জেলা পরিষদের ১১টি ডাকবাংলো দেখাশোনার

জন্য মাত্র একজন স্থায়ী কর্মচারী আছে। বাকীগুলোতে অস্থায়ী কর্মচারী দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। বিল্ডিং/দোকান/অডিটোরিয়াম দেখাশোনার জন্য নেই কোন কর্মচারী। কারিগরি শাখায় একজন সহকারী প্রকৌশলী আছেন। উপসহকারীর দুটি পদই শূন্য রয়েছে। অর্থাৎ সব শাখাতেই কর্মচারীর সংকট রয়েছে। মাত্র ৬/৭ জন্য তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী দিয়ে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

রাজশাহী জেলা পরিষদে কর্মকর্তা ও নথিপত্রের কাজ করতে পারে এরূপ কর্মচারী মিলিয়ে সর্বমোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৭ জন। এই অপ্রতুল কর্মচারী দিয়ে কি পরিকল্পনা করবে, কী নির্মাণ করবে কিভাবে জমিজমা রক্ষা করবে, কিভাবে স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ করবে তা বোধগম্য নয়।

অন্যান্য জেলা পরিষদে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা কিছুটা বেশি থাকতেও পারে। কিন্তু সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সব পদে লোকবল থাকলেও কার্যকরভাবে জেলা পরিষদ পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

৫.৪ জেলা পরিষদ কার্যকর ও যুগোপযোগী না হওয়ার কারণ কী?

২০ জনের কাছে নির্ধারিত ছক সরবরাহ করে জেলা পরিষদ কার্যকর ও যুগোপযোগী কিনা সে বিষয়ে এবং জবাব “না” হলে তার কারণ কী এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। ২০ জনের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি, জেলা পরিষদের সেবা গ্রহীতা, কর্মচারী, সাংবাদিক, ও প্রশাসনের কর্মকর্তা।

এর মধ্যে ৯০% বলেছেন যে জেলা পরিষদ কার্যকর ও যুগোপযোগী নয়। ৫% বলেছেন যে, জেলা পরিষদ কার্যকর, ৫% তাদের বক্তব্যে হ্যাঁ বা না কোনটাই বলেননি।

| বিবৃত প্রধান কারণসমূহ | জবাব প্রদানকারীর সংখ্যা | শতকরা হার | মন্তব্য |
|--|-------------------------|-----------|---------|
| জনবল সংকট | | | |
| সুদক্ষ পরিচালকের অভাব | | | |
| স্বইন ও বিধিবিধানের অসঙ্গতি ও স্বল্পতা | | | |
| অর্থের সংকট | | | |
| কর্মপরিকল্পনার অভাব | | | |

৫.৪ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্যা ও জনবল স্বল্পতা :

জেলা পরিষদের জনবল নিয়োগ বিধি অনুযায়ী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটির আহ্বায়ক। তিনি পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করেন। আবার চেয়ারম্যান-মেম্বারগন জেলার অনেক প্রভাবশালী ও ক্ষমতাসালী ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তিনি তাদের অনুরোধ বা পরামর্শ না মেনে পারেননা। নিয়োগ দিতে গিয়ে অনেক কর্মকর্তা কে বিভাগীয় মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সার্বিক কর্মকান্ড তার পক্ষে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়না। আবার যে কোন ত্রুটির জন্য তাকে দায়ী করা হয়। সার্বিক কারণে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ কাজে হাত দেননা। আবার বিভিন্ন কারণে

জেলা পরিষদের কর্মকর্তাগণ ঘন ঘন বদলী হন। অল্প সময়ের দায়িত্ব কালে কেউই ঝুঁকি নিতে চাননা। তাই জেলা পরিষদের অনেক পদে শূন্য থেকে যায়।

৫.৫: জনপ্রতিনিধিদের অনভিজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতা:

জনপ্রতিনিধিগণ জেলার সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু সরকারি বিধিবিধান সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকে কম। ফলে কখনো কখনো তাকে ভুল বুঝিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করা হয়। আবার যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতেও তার সমস্যা হয়। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে আর্থিক ফাইলসহ অন্যান্য ফাইলপত্র অনুমোদন দিতে হয় এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে তার ভূমিকাই মুখ্য। আর্থিক ফাইল অনুমোদন করতে গিয়ে কোন ভুল হলে তাকে দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত করা হতে পারে। সুতরাং অন্যের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে স্বাক্ষর করা সমীচীন নয়।

অনেক আইনের মধ্যে যেগুলো অপরিহার্য সেগুলো তাঁকে আয়ত্ত করতেই হবে, এর কোন বিকল্প নাই। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন;
২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;
৩. সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮;
৪. দুর্নীতি দমন কমিশন আইন;
৫. কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা;
৬. নথিপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া;
৭. কর্মচারী আচরণ বিধিমালা;
৮. জমি-জমা সংক্রান্ত আইন;
৯. নথি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি;
১০. অডিট ব্যবস্থাপনা বিধি;
১১. প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিধি-বিধান;
১২. জনপ্রতিনিধিদের কোড অফ কন্ডাক্ট;
১৩. ফৌজদারী কার্যবিধি।
- ১৪। দণ্ডবিধি।

স্বল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু এই আইনগুলো আয়ত্ত্ব না করলে কর্ম পরিচালনা করাও সম্ভব নয়। তাই নির্বাচিত চেয়ারম্যান/ সদস্যগণ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এলক্ষ্যে মেয়াদ শেষের ছয় মাস আগেই নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ ও ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যারা নির্বাচনে

প্রতিদক্ষীতা করবেন তাদের পূর্ব থেকেই প্রশিক্ষণ গ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। এমনকি জেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদক্ষীতা করার পূর্বশর্ত হিসেবে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৫.৫ জনপ্রতিনিধিদের জন্য ইনস্টিটিউট:

জনপ্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট (এনআইএলজি)। প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক জনপ্রতিনিধির তুলনায় এর অবকাঠামো সক্ষমতা অপ্রতুল এবং এর জনবল অনেক কম। ফলে কাল্পিত সংখ্যক জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয় না।

চেয়ারম্যান/মেম্বারদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণে নিম্নে বর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরিঃ

- ১। পিপিআর সম্পর্কে প্রশিক্ষণ
- ২। নথি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ
- ৩। অডিট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ
- ৪। জেলা পরিষদের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ
- ৫। জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইন কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ
- ৬। কর্মকর্তা/কর্মচারী/সহকারীদের সাথে আচরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ

* স্থানীয় সরকার পরিচালনা সম্পর্কিত কোর্স সমাপ্ত করার সনদ থাকতে হবে;

* এই কোর্সের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস হতে পারে;

* কারণ এসকল প্রশিক্ষণার্থীই স্থানীয় সরকার সুন্দরভাবে পরিচালনা করবেন।

* জনপ্রতিনিধি হিসেবে যারা মেয়াদ পূর্ণ করেছেন তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে এবং অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ৬ (ছয়) মাস প্রশিক্ষণে একটি সনদ প্রদান করা যেতে পারে।

* ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের সমপর্যায়ের সনদ দেয়া যেতে পারে।

৫.৬ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনী এলাকার অভিজ্ঞতা

জেলা পরিষদের কর্মক্ষেত্র সমগ্র জেলা। এর মধ্যে রয়েছে উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা। আবার রয়েছে সংসদ সদস্যগণের নির্বাচনী এলাকা। সুতরাং কোন এলাকায় কে কোন প্রকল্প গ্রহণ করলেন তা অস্পষ্ট থেকে যায়। সুতরাং জুপ্রিকেশান এড়াতে একটি কার্যকর পন্থা বের করতে হবে একটি ইউনিয়নকে একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হলে সেখানে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধির এখতিয়ার থাকে যেমন;

১. স্থানীয় সংসদ সদস্য;
২. জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/সদস্য;
৩. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেম্বার;

৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী দপ্তর যেমন, এলজিইডি, শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর, শিক্ষা অফিস, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর।

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে:

১. স্থানীয় সংসদ সদস্য;
২. জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/সদস্য;
৩. মেয়র/কাউন্সিলর

৪. বিভিন্ন সরকারী দপ্তর যেমন, এলজিইডি, শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর, শিক্ষা অফিস, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর।

ফলে কখন কোন বিভাগ কী কাজ করছে তার কোন সমন্বয় থাকেনা।

৫.৭ সুস্পষ্ট ও স্বব্যাখ্যাত বিধিমালার অভাব: জেলা পরিষদ দীর্ঘদিন পুরোটা না হলেও প্রায় অনেকটা অকার্যকর ছিল। জেলা পরিষদ আইন ২০০০ পাশ হলেও সব বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন হয়নি। জেলা পরিষদের কর্মচারীদের শৃঙ্খলা বিধিমালা, চেয়ারম্যান মেম্বারদের অপসারণ সংক্রান্ত বিধিবিধান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া, কর্মচারীদের অবসর সংক্রান্ত বিধিবিধান, জেলা পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ করবে, জেলা পরিষদের কাজ কী হবে, সেই কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য বিভাগের সাথে হেঁতততা আসলে তা উত্তরণের উপায়, জেলা পরিষদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা ও সমাধানের পন্থা, জেলা পরিষদের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া, জেলা পরিষদের হাট, ঘাট, পুকুর লীজ দেয়ার প্রক্রিয়া ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিষদভাবে বর্ণনা করে বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। এমনকি অন্যান্য বিভাগের বা সরকারি দপ্তরের কোন আইন, বিধি অনুসরণ করতে বললে সেটাও সুস্পষ্ট হওয়া জরুরি। জেলা পরিষদের জন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি আইন/বিধিমালা জারি করা হয়েছে। কিন্তু তা অপ্রতুল ও তা স্বব্যাখ্যাত নয়।

৫.৮ জেলার সকল প্রকল্প সমন্বয় ও তদারকির অভাব: উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের কে কোন প্রকল্প গ্রহণ করবে তা জেলা পরিষদ কর্তৃক সমন্বয় করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদ বাস্তবায়ন করবে, কোন ধরনের প্রকল্প উপজেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করবে, কোন ধরনের প্রকল্প জেলা পরিষদ করবে, কোন ধরনের প্রকল্প এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ বা অন্য কোন সংস্থা বাস্তবায়ন করবে তার সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকতে হবে।

৫.৯ সম্পত্তি দখল ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা:

অধিকাংশ জেলা পরিষদের সম্পত্তির দখল রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত লোকবল নেই। কোন কোন জেলা পরিষদের সম্পত্তির/ জমির তালিকা নেই। এ তালিকা না থাকায় জমি বেহাত/ অপদখল হয়ে যাচ্ছে। জমির ভূমি উন্নয়ন কর সঠিক সময়ে পরিশোধ করা হয়না।

১. অধিকাংশ জেলা পরিষদের বেদখল /অন্যর নামে রেকর্ডকৃত জমির কোন তালিকা বা হিসাব থাকেনা;
২. আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি কর্মকর্তা/আইনজীবী না থাকায় আদালতে বিপক্ষে রায় হয়ে যাচ্ছে।
৩. জনবলের অভাবে মাপজোখ করা যায়না;
৪. ফেলিং করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ, লোকবল কোনটাই না থাকায় জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে।
৫. জমি সংক্রান্ত কাগজ/নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মচারীর না থাকায় আদালতে/ ভূমি অফিসে বিপক্ষে রায় হয়ে যাচ্ছে।

৫.১০ অনেক সংস্থার মাঝে অস্তিত্বের সমস্যা:

জেলা পর্যায়ে অনেক সংস্থা আছে যাদের প্রত্যেক এর সুনির্দিষ্ট ও লিখিত কর্মপরিধি রয়েছে। সব সংস্থার কর্মক্ষেত্র বাদ দিয়ে যা থাকে সেই কাজ জেলা পরিষদ সম্পাদন করে। বাস্তবিক পক্ষেই জেলা পরিষদের কর্মক্ষেত্র কোনটি তা বের করা কঠিন।

৫.১১ আয়ের সীমাবদ্ধতা: জেলা পরিষদের আয়ের সীমাবদ্ধতা থাকায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে সমস্যা হয়। জনবল কম থাকার কারণে স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর ফলে যে সব উৎস থেকে জেলা পরিষদ অর্থ উপার্জন করতো তা কমে যাচ্ছে। ফলে সরকারি অনুদান/অর্থের উপর নির্ভর করে চলছে জেলা পরিষদ। সুতরাং কার্যকর জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

৫.১২ উপদেষ্টা হিসেবে সংসদ সদস্যের ভূমিকা ও কর্মপরিধি সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত না হওয়া: জেলা পরিষদ আইন ২০০০ এর ধারা ৩০ এ বর্ণিত হয়েছে- “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধীন নির্বাচিত কোন জেলার সংসদ সদস্যগণ উক্ত জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং তাহারা পরিষদকে উহার কার্যাবলী সম্পাদনে পরামর্শ দান করিতে পারিবেন।” এখানে সংসদ সদস্যগণ পরিষদকে কোন কোন বিষয়ে কী ধরনের পরামর্শ দিতে পারবেন, সেই পরামর্শ জেলা পরিষদের সভার অনুমোদন না হলে বা চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রহণ না করলে সেক্ষেত্রে কি প্রক্রিয়া অবলম্ব করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ নাই।

৫.১৩ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাবঃ অফিস ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে। জেলা পরিষদে ই-নথি পদ্ধতিতে নোট উপস্থাপন/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়না। জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। প্রকল্প সমূহের তালিকা অনলাইনে প্রদর্শন করা হয়না। এর ফলে জেলা পরিষদের কার্যক্রম নিয়ে মানুষের অনেক অভিযোগ।

৫.১৪ নিয়ন্ত্রণ কারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগের জেলা পরিষদ ইউনিটে জনবল স্বল্পতা: ৬১ টি জেলা পরিষদ একটি করে পত্র পাঠালেও এ শাখায় ৬১ টি পত্র উপস্থাপন ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য যে জনবল দরকার তা স্থানীয় সরকার বিভাগের নেই।

৬। উপসংহার ও সুপারিশ:

৬.১ ক। কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ: জেলা পরিষদের কর্মের অধিক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে: কার কী দায়িত্ব/কর্তব্য সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা ও ব্যাখ্যাসহ বিধিমালা তৈরি করতে হবে। জেলা পরিষদ কোন রাস্তা, কোন ভবন, কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী/মেরামত/সংস্কার করতে তা।

* জেলা পরিষদের আওতাধীন রাস্তার তালিকা: যে সকল রাস্তা জেলা পরিষদের আওতায় থাকবে তার তালিকা থাকা জরুরি। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রাস্তায় অন্য কোন দপ্তর কাজ করলে তা জেলা পরিষদকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

| রাস্তার নম্বর | রাস্তার অবস্থান | রাস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ | মন্তব্য |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| রাস্তার নম্বর | হাইস্কুল থেকে — মসজিদ পর্যন্ত | ১.১ কিলোমিটার ১০ মিটার | ইট বিছানো রাস্তা |
| | | | |
| | | | |

নাম্বারের ক্ষেত্রে প্রথমে নাম্বার/অতঃপর ধরণ/অতঃপর উজেলার নাম

* জেলা পরিষদের আওতাধীন ব্রীজ, কালভার্টের তালিকাঃ

| ব্রীজ/কালভার্টের নম্বর | অবস্থান | দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ | মন্তব্য |
|------------------------|---------|------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

নাম্বারের ক্ষেত্রে প্রথমে নাম্বার/অতঃপর ধরণ/অতঃপর উজেলার নাম

৩। জেলা পরিষদের আওতাধীন ডেন, নালা, খালের তালিকা:

নাম্বারের ক্ষেত্রে প্রথমে নাম্বার/অতপর ধরণ/অতপর উপজেলার নাম থাকতে হবে।

| নম্বর | অবস্থান | দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ | |
|-------|---------|------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

৪। জেলা পরিষদের এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ

গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করে দিতে হবে কোন কাজগুলো জেলা পরিষদের এখতিয়ার বা কোন কাজগুলো শুধুমাত্র জেলা পরিষদের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। যেমনঃ

ক) এতিমখানা সংশ্লিষ্ট (এই এই কাজগুলো) জেলা পরিষদের এখতিয়ার বা কাজগুলো শুধুমাত্র জেলা পরিষদের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

খ) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার (এই এই কাজগুলো) জেলা পরিষদের এখতিয়ার বা কাজগুলো শুধুমাত্র জেলা পরিষদের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

গ) জেলা পরিষদ স্বামী পরিত্যক্ত নারী/নির্বাচিত নারীদের জন্য প্রতি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কারখানা স্থাপন করবে। শিক্ষা শেষে নারীরা সেই কারখানায় কাজ করে উৎপাদন করবে।

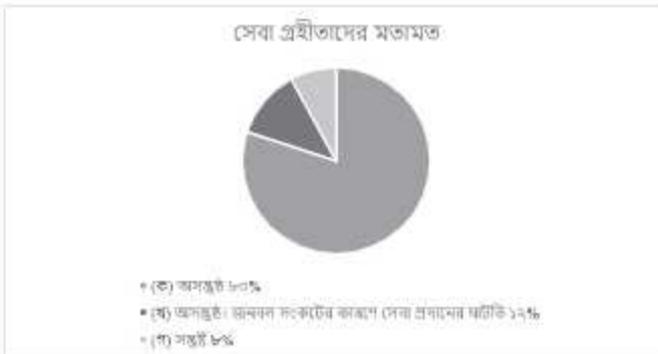
ঘ) সকল মসজিদ মন্দির, কবরস্থান, শশ্যান এর যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও বরাদ্দ প্রদান জেলা পরিষদের এখতিয়ার।

ঙ) জেলা পরিষদ প্রতি ইউনিয়নে একটি করে উদ্যান ও একটি জলাধার স্থাপন করবে।

চ) জেলা পরিষদ জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলায় লেক ও জলাধার সংস্কার ও উন্নয়ন করবে।

ছ) বৃক্ষরোপণ ও ফেন্সিং এর কাজ।

এরূপ আরও অনেক কাজ।



৬.১ খ। জেলা পরিষদ জেলার সকল প্রকল্প সমন্বয় করবে: উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের কে কোন প্রকল্প গ্রহণ করবে তা জেলা পরিষদ কর্তৃক সমন্বয় করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদ বাস্তবায়ন করবে, কোন ধরনের প্রকল্প উপজেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করবে, কোন ধরনের প্রকল্প জেলা পরিষদ করবে, কোন ধরনের প্রকল্প এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ বা অন্য কোন সংস্থা বাস্তবায়ন করবে তার সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকতে হবে।

৬.২ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনী এলাকার অভিন্নতা সমস্যা অপসারণ: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিল, সর্বোপরি সংসদ সদস্যগণের কর্মক্ষেত্র একই হওয়ায় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য কর্মক্ষেত্র গৃহক করে সরকারি গেজেট জারি করা দরকার। দরিদ্র মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা বা ত্রাণ দেয়ার ক্ষেত্রে দৈততা পরিহার করা সম্ভব হয়না। সুতরাং কোন স্থানীয় সরকার কোন কাজ করবে সেটা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া দরকার। এজন্য সব স্থানীয় সরকার যাতে এক্ষেত্রে বসে কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি ইউনিয়নকে মূল ইউনিট হিসেবে নিয়ে সে ইউনিয়নের সকল প্রকল্পের/কাজের/সম্ভাব্য তালিকা তৈরী করে পরিচিতি নম্বর দিতে হবে।

- ১। ইউনিয়নের রাস্তার তালিকা নম্বর ও অবস্থান এবং কোন সংস্থার উন্নয়নের আওতায় তার বিবরণসহ;
- ২। ব্রীজ/কালভার্ট তালিকা, অবস্থান, নম্বর, কোন সংস্থার উন্নয়নের আওতায় তার বিবরণ;
- ৩। ড্রেন/খালের তালিকা, অবস্থান, নম্বর, কোন সংস্থার উন্নয়নের আওতায় তার বিবরণ;
- ৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মসজিদ/মন্দির/কবরস্থান/শশ্মান/ঘাট্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কি কি কি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে তার সমন্বিত তালিকা।
- ৫। ক্রমিক ৪ এ বর্ণিত তালিকা সর্ব সাধারণের অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে জনবহুল স্থানে প্রদর্শন এবং ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করতে হবে।

৬.৩ সুস্পষ্ট ও স্বব্যখ্যাত বিধি প্রণয়ন: জেলা পরিষদের সম্পত্তি (অর্জন, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর) বিধিমালা ২০১৭ জারি করা হয়েছে। কিন্তু এর কিছি বিধান আরো সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। জেলা পরিষদের অনেক সম্পত্তি/জমির উগর দিয়ে এলজিইডি কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই রাস্তার জমির ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হয় জেলা পরিষদকে। জেলা পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারী/চেয়ারম্যান/সদস্যগণ কোন আচরণ বিধি অনুসরণ করবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান থাকা দরকার। জেলা পরিষদে কাজ করতে গিয়ে যেসব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দিবে সেসব ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্থানীয় সরকার বিভাগে লিখিতভাবে জানালে সে সম্পর্কে বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোন সম্পত্তি বিক্রি করতে হলে কী কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে তা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে বিধি জারি করতে হবে।

৬.৪ (ক) অরগানোগ্রাম সংশোধন ও জনবল বৃদ্ধি: রাজশাহী জেলা পরিষদের অর্গানোগ্রামে প্রকৌশল শাখায় ০১ জন সহকারী প্রকৌশলী, ০১ জন উপ সহকারী পদ রয়েছে যারা প্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রশাসন শাখায় ০১ জন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রেষণে), ০১ জন সচিব (প্রেষণে), ০১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১ম ক্যাটাগরীর জেলার জন্য) পদ রয়েছে। বাদ বাকী ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী। এই স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে জেলা পরিষদের বিপুল পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। একটি জেলা পরিষদে নিম্নবর্ণিত ৫টি শাখা থাকা জরুরি:

১। প্রশাসন ও আইন শাখা।

২। আইসিটি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা

৩। প্রকৌশল শাখা

৪। ভূ-সম্পত্তি শাখা

৫। হিসাব শাখা

ভূ-সম্পত্তি শাখায় একজন ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, একজন কানুনগো, প্রতি উপজেলার জন্য একজন সার্ভেয়ার থাকা দরকার। এছাড়া কয়েকজন চেইনম্যান ও সহায়ক কর্মচারী দরকার সার্ভেয়ার থেকে কানুনগো এবং কানুনগো থেকে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির বিধান থাকা জরুরি।

অফিস সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর থেকে উচ্চমান সহকারী-প্রধান সহকারী-প্রশাসনিক কর্মকর্তা-জেলা পরিষদের সহকারী সচিব।

প্রকৌশল শাখায় সবকটি উপজেলার বিপরীতে কার্য সহকারীর পদ সৃষ্টি করতে হবে। কার্য সহকারী থেকে সহ প্রকৌশলী, সহ প্রকৌশলী থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির বিধান করতে হবে।

আইসিটি শাখায় ৪ জন কম্পিউটার অপারেটর, ২ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার ও ১ জন প্রোগ্রামার এর পদ থাকবে।

হিসাব শাখায় ২ জন অডিটর, ১ জন ক্যাশিয়ার, ১ জন হিসাব রক্ষক, এক জন প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা থাকবেন।

এসব কর্মকর্তা/ কর্মচারী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অধিনে কাজ করবেন।

৬.৪ (খ) পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগ: জনবল সমস্যা দূর করা ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা দূর করার জন্য বিভাগীয় নিয়োগ কমিটি থাকবে যে কমিটি ঐ বিভাগের সবকটি জেলার জন্য কর্মচারী বাছাই করে জেলায় পদায়নের জন্য সুপারিশ করবে। ১২ থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধি মোতাবেক নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি জেলা পরিষদে PSC এর মাধ্যমে নন-ক্যাডার পদে পদায়ন।

৬.৪ (গ) পদ সোপান ও পদোন্নতি:

ঘ) এমনভাবে পদ সোপান সৃষ্টি করতে হবে যাতে নিজস্ব জনবল দ্বারা জেলা পরিষদ পরিচালনা করা যায়। এ বিষয় ৬.৪ (ক) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৬.৪ (ঘ) তথ্য প্রযুক্তি পারদর্শী লোক নিয়োগ: সকল কাজকর্মে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এতে কাজের গতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, কাজের স্বচ্ছতা আসবে, অনিয়ম ও দুর্নীতি বৃদ্ধি হ্রাস পাবে এবং সেবা প্রদানকারীদের ভোগান্তি কমে যাবে

ক) এ লক্ষ্যে ৬.৪ (ক) কে বর্ণিত পদে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে।

(ক) কাগজ পত্রের ব্যবহার কমিয়ে ই-নথিতে ৯৫% কাজ সম্পাদন করতে হবে।

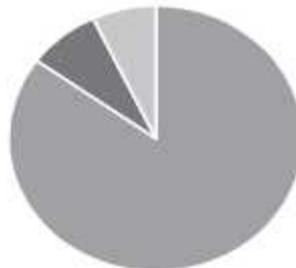
(খ) সকল তথ্য সন্নিবেশিত করে জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

(গ) সকল প্রকল্পের তালিকা, খরচের খাত ও খরচের বিবরণ ওয়েবসাইটে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে নাগরিকগণ বুঝতে পারে জেলা পরিষদের টাকা কিভাবে কোন খাতে কত খরচ হচ্ছে।

(ঘ) অনলাইনে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেবাপ্রার্থীপন যেসব অভিযোগ, মতামত বা সুপারিশ প্রদান করবেন তার জবাব দেয়ার জন্য লোক রাখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিতে হবে।

৬.৪ (ঙ) কর্মচারীদের বদলী: কোন কর্মচারীকে এক জেলা পরিষদে দীর্ঘ দিন রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। অল্পত প্রতি তিনি বছর পর পর এক জেলা পরিষদ থেকে অন্য জেলা পরিষদে বদলির ব্যবস্থা থাকতে হবে। কেননা একজন কর্মচারী দীর্ঘদিন একই জেলা পরিষদে কর্মরত থাকলে সিভিকিট তৈরী হয় অনিয়ম, হয়রানী বৃদ্ধি পায়। একজন কর্মচারী বদলি হলে তার দ্বারা যেসব অনিয়ম হয় তা পরবর্তীতে উদঘাটিত হয়। বদলি হলে একজনের অভিজ্ঞতা অন্য জেলা পরিষদে কাজে লাগে। সরকারী কর্মচারীদের বদলি একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া যার সুদরশসারী বিভিন্ন ইতিবাচক ফলাফল রয়েছে যা সর্বজনস্বীকৃত।

কর্মচারীদের বদলী সংক্রান্ত তথ্য



* (ক) কর্মচারী বদলী হয় না ৮০% * (খ) বদলী ৮% * (গ) বদলী হলেও আবার ফিরে আসে ১২%

৬.৫ (ক) চেয়ারম্যান/মেম্বারগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা: জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন। তাদের অনেকেরই অফিসিয়াল কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকেন। ফলে তাঁরা প্রায়ই সমস্যার সম্মুখীন হন।

- ১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হবার ছয় মাস পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।
- ২) নির্বাচিতদের ছয়মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৩) এছাড়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ছয় মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন ও এর সনদ থাকা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।
- ৪) প্রশিক্ষণ সনদ না থাকলে নির্বাচনে দাড়াতে পারবেনা। এরূপে বিধান করা যেতে পারে।
- ৫) প্রশিক্ষণ সনদ না থাকলে নির্বাচনে দাড়াতে পারবেনা।
- ৬) যারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করতে চান তাদের ছয় মাসের একটি ডিপোমা কোর্স বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।
- ৭) কোর্সের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্মানী ভাতা দিতে হবে।
- ৮) কোর্স শেষে পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট দিতে হবে। যা হবে তাদের সম্মানের প্রতীক। ভবিষ্যতে তাদের আরও উচ্চপর্যায়ের পদে যেতে সাহায্য করবে। চীনে স্কুল অফ কমিউনিস্ট পার্টি এক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে।
- ৯) জনপ্রতিনিধি হিসেবে দুই বছের অভিজ্ঞতা থাকলে তাকে ছয় মাসের প্রশিক্ষণের সমতুল্য ঘোষণা করে একটি সনদ দেয়া যেতে পারে।

৬.৬ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ:

জেলা পরিষদের ছাবর/অছাবর দুই ধরনের সম্পদ রয়েছে যেমন গ্রামের কৃষি জমি, গ্রাম-শহরের অকৃষি জমি, দোকান, মার্কেট, অডিটোরিয়াম, পুকুর, জলাশয়, খেয়াঘাট, ডাকবাংলা। এগুলো যাতে বেহাত না হয় এবং উৎপাদনমুখী/ অর্থ উপার্জনে ব্যবহৃত হয় সেজন্য জেলা পরিষদকে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

* খুঁটিনাটি দিক উল্লেখ করে জেলা পরিষদ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

* বেহাত হতে পারে/ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে এরূপ সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করতে হবে।

* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পটের জমি বিক্রি করে দিতে হবে এবং বড় পটের পাশে জমি ক্রয় করে একত্রীকরণ করতে হবে।

** বড় বড় পটে কোন বানিজ্যিক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

** জমি অবশ্যই চিহ্নিত করতে দেয়াশ কাঁটাতারের বেড়া নির্মান করতে হবে।

- ** জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা/কাগজ আপডেট করতে হবে।
- ** জমির মালিকানা নিয়ে মামলা হলে সঠিকভাবে প্রতি দ্বিত্ব করতে হবে।
- * শহরের জমি পটভূমিকে দালাল দিয়ে সেখানে বহুতল ভবন/ স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ** ছাত্রাবাস, দোকান, মার্কেট নির্মাণ করে নিয়মিত ভাড়া আদায় করতে হবে কমিউনিটি সেন্টার, অডিটোরিয়াম।
- * সঠিকভাবে ভাড়া আদায়/ ভাড়া নির্ধারণ।

৬.৭ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নঃ

জেলা পরিষদকে কার্যকর ও যুগপোযোগী করতে হলে এবং ব্যয়িত আর্থ থেকে সুযোগ সুবিধা পেতে হলে জেলা পরিষদের কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে জেলা পরিষদের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে। এলফেক্স নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:-

- * প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া কী হবে তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সংবলিত বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- * ইউনিয়ন পরিষদ আইনের ধারায় ওয়ার্ড সভার অনুরূপ bottom up প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের অগ্রাধিকার তৈরী করতে হবে।
- * কার্যবিবরণী তৈরীর নির্ধারিত ফরমেট করতে হবে এটি বর্তমান প্রচলন জমি রেজিস্ট্রেশনের দলিল এর ফরমেট এর মতো এর ফলে কার্যবিবরণীর সকল সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কনিষ্ঠ হবে এবং কোন বিষয় উহ্য রাখার প্রবণতা হ্রাস পাবে।
- * প্রায়ই ক্ষেত্রে দেখা যায় সভার কার্যবিবরণীতে সকল বিষয় বর্ণিত হয়না। যেমন, যে যায়গায় প্রকল্প গ্রহণ করা হবে সেখানে বিগত বছরে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিলো কিনা আশেপাশের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কেমন, এখানে প্রকল্প গ্রহণে যৌক্তিকতা, প্রকল্প গ্রহণের ফলে কী উপকার হবে ইত্যাদি
- * বিগত বছর গুলোতে নির্দিষ্ট কোন ইউনিয়নে কতটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার তালিকা প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন, ওয়েবসাইটে প্রদর্শন।
- * কোন জমি বিক্রি বা কোন অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা
- * কোন সম্পত্তি/দোকান দীর্ঘমেয়াদী ভাড়ার চুক্তি করার ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি দিক।

৬.৮ (ক) জেলা পরিষদের কার্যক্রম মনিটরিং :

জেলা পরিষদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করতে হবে। স্থানীয় সরকার মনিটর করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে রয়েছে পরিচালক, স্থানীয় সরকার, উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর পদ। এছাড়া জেলা পর্যায়ে রয়েছে উপপরিচালক স্থানীয় সরকার এর পদ। জেলা পরিষদের কাজ মনিটর করার দায়িত্ব

মূলত পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর বিভাগীয় কমিশনার পূর্ব থেকেই জেলা পরিষদের কাজ তদারকি করে আসছেন। এর উপরের স্তর হচ্ছে মন্ত্রণালয়/বিভাগ। স্থানীয় সরকার বিভাগ হচ্ছে জেলা পরিষদের সর্বোচ্চ অভিভাবক। পার্বত্য জেলা বাদ দিলে সারাদেশে ৬১টি জেলা পরিষদ মনিটর করার জন্য রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি শাখা/-অধিশাখা। এই দুটি ক্ষেত্রে যে সংখ্যক পদ রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। দু'একটা ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তবতার কারণে যথাযথ মনিটরিং হয়না। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক যথাযথ তত্ত্বাবধান করা দরকার। কিন্তু সেখানে জনবলের সংকটের কারণে তারাও পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারেন না। এমন অভিযোগ আছে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, প্রভাবশালী মহলের তৎপরতা, এমনকি অর্পের বিনিময়ে মনিটরিং প্রভাবিত হয়।

- * জেলা পরিষদের মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে;
- * কোথাও কোন ভ্রুটি পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- * প্রয়োজনে মনিটরিং কর্মকর্তার পদ বৃদ্ধি করতে হবে;
- * মনিটরিং কর্মকর্তা কোন অনিয়ম দেখার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করলে, অথবা পাবলিকের কারণে কোন অনিয়ম উদঘাটন করতে ব্যর্থ হলে তাকে দায়ী করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- * মনিটরিং কার্যক্রম যেনো কোনভাবে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬.৮ খ) অনলাইন মনিটরিং:

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনলাইনে মনিটরিং কার্যক্রম চালু করতে হবে। এতে সময় সাশ্রয় হবে, গাড়ীরওভেলের ব্যবহার কমে যাবে, এক সাথে অনেক প্রতিষ্ঠান মনিটর করা যাবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যে কোন নথি বা রেজিস্টার যাতে দূর থেকে মনিটর করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাশবুক ঠিকমতো হালনাগাদ করা হচ্ছে কিনা, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এর সাথে ক্যাশবুকের মিল রয়েছে কিনা, সেবাসমূহীদের কোন অভিযোগ থাকলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে কিনা, প্রাপ্ত চিঠিপত্র নিয়মিত উপস্থাপন ও সময়মত নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা তা অনলাইনেই তত্ত্বাবধান করলে সেবা প্রার্থীদের ভোগান্তি কমে যাবে এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৬.৮ গ) অডিট: অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো জেলা পরিষদের আর্থিক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য রয়েছে অডিট ব্যবস্থা। স্বচ্ছ অডিটের মাধ্যমে অনিয়ম উদঘাটন করতে হবে এবং অডিটের মতামতের ভিত্তিতে রেজিস্টার ও নথিপত্র হালনাগাদ করতে হবে। অডিটরগণ স্বচ্ছতার সাথে ও প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করলে জেলা পরিষদের সম্পদের অপচয় কমবে। সুতরাং অডিটর নিয়োগে নৈতিকতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করতে হবে। অডিট কার্যক্রম করা হয় দুর্নীতি দূর করে সম্পদের অপচয় রোধ করার জন্য। কিন্তু যারা অডিট করবেন তারা যদি দুর্নীতিগ্রহণ হয় তাহলে মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল বয়ে আনে। সুতরাং নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

- * অডিট ব্যবস্থাপনাকেই টেলে সাজাতে হবে
- * আনাড়ি/দুনীতিহীন লোক দিয়ে অডিট করা যাবেনা
- * অডিটরদের কাজের ফিডব্যাক যে প্রতিষ্ঠান অডিট করা হচ্ছে সেখান থেকে নিতে হবে
- * অডিট কারী কোন অনিয়ম করলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬.৯ ঘ) জেলা পরিষদের কার্যক্রম অনিয়ম ও গাফিলতি পেনেলে ব্যবস্থা গ্রহণ:

অনিয়ম ও দুনীতিকে প্রশ্রয় দিলে তা আরও বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে অনিয়ম ও দুনীতি উদ্ঘাটন ব্যবস্থাপনা সক্রিয় ও কার্যকর থাকলে, তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত সান্ত্বিত দিতে পারলে এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের দ্রুত অব্যাহতি দিতে পারলে অনিয়ম ও দুনীতি দ্রুত কমে আসবে। অনিয়ম ও দুনীতি দূর করতে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

- * জেলা পরিষদের মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে;
- * অনিয়ম ও দুনীতি উদ্ঘাটনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে;
- * প্রয়োজনে মনিটরিং কর্মকর্তার পদ বৃদ্ধি করতে হবে;
- * দোষীদের দ্রুত সান্ত্বিত দিতে
- * নির্দোষ ব্যক্তিদের দ্রুত অব্যাহতি দিতে
- * তদারককারী কর্মকর্তাদের কার্যক্রম মনিটর করতে হবে।
- * মনিটরিং কর্মকর্তা কোন অনিয়ম দেখার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে অভাবলুক করলে, অথবা গাফিলতির কারণে কোন অনিয়ম উদ্ঘাটন করতে ব্যর্থ হলে তাকে দায়ী করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- * রাজনৈতিক ও প্রভাব প্রতিপত্তি তদন্ত কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে পারলে কোন কিছুই কাজে আসবেনা। কাজেই অনিয়ম ও দুনীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ, আপোষহীন, ও কঠোর হতে হবে

৬.১০ সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ:

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার/বহুল প্রয়োগের মাধ্যমে জেলা পরিষদকে কার্যকর, আধুনিক সোব প্রতিষ্ঠানের পরিণত করা যায়। এর ফলে সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহীতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে, অহেতুক সময় ক্ষেপনের অজুহাত দূর হবে। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- * ই-নথির মাধ্যমে ফাইল উপস্থাপন, প্রস্তাব প্রেরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;
- * প্রাপ্ত চিঠিপত্র নিয়মিত উপস্থাপন ও সময়মত নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা তা অনলাইনেই তত্ত্বাবধান করতে হবে;
- * ওয়েবসাইটে সকল তথ্য প্রদর্শন, নিয়মিত শ্রাবনাগাদকরণ করতে হবে;

- * সকল প্রকল্প তালিকা (ব্যয়ের পরিমাণসহ) ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে যাতে নাগরিকগণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা দেখতে পারে।
- * অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা অনলাইন চালু করলে হয়রানী বন্ধ হবে;
- * সিটিজেন চার্টার সুস্পষ্ট ও স্ব-ব্যাখ্যাত করে প্রস্তুত ও তা ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে।
- * তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অনলাইনে তথ্য প্রদান করতে হবে।
- * ওয়েবসাইটে সেবাগ্রহীতাদের মন্তব্য/ মতামত প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- * সেবা গ্রহীতাদের মতামত, সুপারিশ ও অভিযোগের তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক দিতে হবে।

৬.১১ **আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ:** জেলা পরিষদ আইন ২০০০ এর ২৮ ধারায় জেলা পরিষদ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রকল্প অর্থাৎ আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আবার উক্ত আইনের ৪৯ ধারায় জেলা পরিষদ কর্তৃক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সব কর্মসূচী গ্রহণে সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। যার ফলে খেয়াল খুশিমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে অনিয়ম বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে মতবিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। তাই অনিয়ম, মতবিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝি এড়ানোর জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

- ক) এই কর্মসূচী গ্রহণে সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরী করতে হবে। এতে সকল বিষয় পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে বর্ণিত থাকতে হবে।
- খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি বিক্রি করার অনুমতি দিতে হবে এবং প্রয়োজনে বড় জমির পাশে আরো জমি ক্রয় করে সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যেতে পারে।
- গ) এছাড়া শহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত জমি চিহ্নিত করে সেখানে দোকান, মার্কেট, বহুতল ভবন, ছাত্রাবাস, আবাসিক হোটেল, ক্লিনিক, অডিটোরিয়াম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করতে হবে।
- ঘ) স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা গেলে এবং যথাযথ মূল্য নিয়ে দোকান বরাদ্দ দেয়া হলে জেলা পরিষদ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। এজন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- ঙ) এইসব প্রতিষ্ঠান দেখাশোনার জন্য প্রয়োজনে অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চ) অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগে সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরী করতে হবে। অন্যথায় নিয়োগ বানিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং বেকার যুবক যুবতীরা প্রতারিত হতে পারে।
- ছ) বাণিজ্যিক/ উন্নয়নমূলক প্রকল্প অর্থাৎ আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে তা যেন টেকসই ও পরিবেশবান্ধব হয় সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখতে হবে।

জ) বাণিজ্যিক/ উন্নয়নমূলক প্রকল্প অর্থাৎ আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প প্রস্তাবনায় আয় ব্যয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বিবৃত থাকতে হবে এবং তা জনসম্মুখে ও ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে। এতে অনিয়ম কমবে।

ঝ) অতিরিক্ত ব্যয় যাতে না হয় সেদিকে সকলকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঞ) ভাড়া বা শীজ দেয়ার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দকান, মার্কেট বা প্রতিষ্ঠানের বাজারদর যাচাই করে সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

৬.১২ জেলা কার্যকর করার জন্য মতামত:



| কারণ | মতামত দানকারী (শতকরা) | মন্তব্য |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| জনবল সংকট | ৯০% | |
| আইনকানুন ও বিধি না থাকা | ২০% | |
| সঠিক পরিচালনের অভাব | ১৫% | |
| কর্মপরিকল্পনা না থাকা | ২০% | |
| অর্থ সংকট | ১০% | |

৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. Ehsan, S.M.A & Kamruzzaman, M (2019). "Revisiting the Reforms of Rural Local Government Institutions in Bangladesh: From Past to Present", Bangladesh Journal of Administration and Management, BCS Administration Academy, 31: 1-17.
2. তোফায়েল আহমেদ, জেলা পরিষদ কেন খুঁজে পাওয়া যায়না। দৈনিক প্রথম আলো, ০২ অক্টোবর ২০২০
3. Shah Md. Azimul Ehsan, Jagannath University, Bangladesh (March 2021). The Local Government System in Bangladesh: An Anatomy of Perspectives & Practices.
4. তোফায়েল আহমেদ, জেলা পরিষদ: চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা, ঢাকা টাইমস, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬
5. মসিউর রহমান খান, অন্ধকারই থাকলো নির্বাচিত জেলা পরিষদ, দৈনিক সমকাল, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১
6. Niaz Ahmed Khan (July 2021) Challenges and Trends in Decentralised Local Governance in Bangladesh.
7. Zayeda Sharmin, Md. Amdadul Haque, Fakhru Islam (Jan 2012) Problems of Strengthening Local Government in Bangladesh: Towards a Comprehensive Solution.
8. 5. Wahed Uzzaman, W. and Mphande CHB (2014). Gaps in Pursuing Participatory Good Governance: Bangladesh Context. Administration & Society. 46(1):37-69. doi:10.1177/0095399712451891, retrieved on December 6, 2020
9. Wahed Uzzaman, W. & Alam, Q. (2015) Democratic Culture and Participatory Local Governance in Bangladesh, Local Government Studies, 41:2, 260-279, DOI:10.1080/03003930.2014.901217.
10. The Local Government (Zila Parishad) Act 2000: (Dhaka: Government of Bangladesh. <http://www.dwatch-bd.org/LG%20Acts/zillaparishadordinance.pdf>, retrieved on December 6, 2020.
11. তোফায়েল আহমেদ, জেলা পরিষদ কেন খুঁজে পাওয়া যায়না। দৈনিক প্রথম আলো, ০২ অক্টোবর ২০২০
12. Shah Md. Azimul Ehsan, Jagannath University, Bangladesh (March 2021). The Local Government System in Bangladesh: An Anatomy of Perspectives & Practices.

১৩. মসিউর রহমান খান, অন্ধকারই থাকলো নির্বাচিত জেলা পরিষদ, দৈনিক সমকাল, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১
14. Niaz Ahmed Khan (July 2021)Challenges and Trends in Decentralised Local Governance in Bangladesh.
15. Zayeda Sharmin, Md. Amdadul Haque, Fakhurul Islam (Jan 2012)Problems of Strengthening Local Government in Bangladesh: Towards a Comprehensive Solution.
16. 5.WahedUzzaman, W. and Mphande CHB (2014). Gaps in Pursuing ParticipatoryGood Governance: Bangladesh Context. Administration & Society. 46(1):37-69. doi:10.1177/ 0095399712451891, retrieved on December 6,2020
17. WahedUzzaman, W. & Alam, Q. (2015) Democratic Culture and ParticipatoryLocal Governance in Bangladesh, Local Government Studies, 41:2, 260-279, DOI:10.1080/03003930.2014.901217.

Municipal Financing in context of Bangladesh's Graduation to Middle Income Country: A Case Study on Municipal Development Fund (MDF) Application

Ahmmad Zaman Tariq

Abstract:

Bangladesh has already attained some indicators for becoming middle-income country (MIC). As a result, Bangladesh might face challenges of gradual shrinking of less cost credit from any international development partners resulting pushing up cost of credit which could jeopardize the continuation of development process as it is enjoying now.

City Corporations and Municipalities in Bangladesh (termed as Urban Local Bodies-ULB) are mandated to provide basic municipal services to its urbanites but characterized by inadequate budget, poor and irregular collection of taxes, poor governance, lack of capacity and skilled manpower and also highly dependent on grants from development partners and government through any development projects or special allocation to meet their municipal infrastructure development cost.

Bangladesh Municipal Development Fund (BMDF) has been providing credit, sourced from development partner-the World Bank- to ULBs all over the country for their municipal infrastructure development (MID) projects/sub-projects and hence ULBs could enhance their revenue income. ULBs showed their satisfaction with the financing system, project types and enhanced revenue income too. In this respect, the efficacy of MDF application in municipal financing has become beyond of any reasonable doubt.

Key word: BMDF, MIC, MDF, MID, ULB

1. INTRODUCTION

1.1 Executive summary

Bangladesh, on the eve of its 50th anniversary of independence, will cross into the middle-income country (MIC) threshold; its citizens will enjoy a higher standard of living, will have better access to education, will benefit from improved social justice, and will live in a more equitable socio-economic environment (Perspective Plan of Bangladesh, 2010-2021). In order to attain that goal, it is also required to ensure effective delivery of municipal services to its urbanites through construction of sustainable physical infrastructure along with ensuring other social and economic indicators for becoming MIC. City Corporations and Municipalities in Bangladesh (combinedly termed as Urban Local Bodies-ULB) are responsible for providing such municipal services to its urbanites.

Bangladesh has been experiencing rapid increase in its urban population ever since it became independent in 1971. Urban population estimated around 42 million during the 2011 Census, as a percentage of total population increased from around a little below one-tenth to nearly one-third during 1974-2011 periods. It is estimated that by the year 2021, about one-third of the population of Bangladesh will be living in urban areas. The ever-increasing urban population, migration of the rural people in the cities and towns for employment, income opportunities, education, health, and improved community services leave no other option but to develop ULBs in a planned way to cater the ever-increasing urban population.

Being responsible, ULBs are trying to develop, operate and maintain physical municipal infrastructure, but the extent, to which an ULB is able to deliver services efficiently, depends on the level and nature of financing and also their financial sustainability. These ULBs are characterized by high dependence on the central government for funding to their development works, inefficient revenue collection and financial management as well as weak financial muscles. So, they are facing great challenges in funding municipal infrastructure development MID projects/sub-projects cannot play its role as essential municipal service provider to its urbanites effectively. ULBs cannot undertake and execute as many development projects/sub-projects as they would like, feel necessity, and cannot

provide quality basic services to local communities. All ULBs are not so lucky to get financial support from government or any development partners through project, special allocation. This phenomenon leads to poor and vulnerable infrastructure development in urban areas, low quality in municipal service delivery etc.

Now this scenario falls in challenge as Bangladesh is in the doorway of graduating to MIC. Bangladesh reached the lower middle-income country status in 2015. In 2018, Bangladesh fulfilled all three eligibility criteria for graduation from the UN's Least Developed Country (LDC) list for the first time and is on track for graduation in 2024 (World Bank, 2019). Bangladesh, on the other hand, is going to give up some benefit as it has been enjoying as LDC such as concessional loan, grant, low-cost loan and loan with soft conditions. These benefits enabled the Government of Bangladesh (GoB) to support ULBs easily for their MID projects/sub-projects.

For any MIC, the interest rates on loans from various countries and international agencies will rise. Grace periods will be shortened or will be unavailable. The period for paying back loans will be reduced. These will push up foreign loan related costs. Foreign funds for NGO will go down; the funding will stop (Mowla, 2018).

GoB, following the Municipal Development Fund (MDF) concept of the World Bank, formed a company Bangladesh Municipal Development Fund (BMDF) in 2002 to finance MID projects/-sub-projects of ULBs in the form of loan or loan-grant blended fund. It has made a notable contribution in changing the ever-practicing attitude of ULBs of receiving grants from central government and has introduced loan financing to ULBs for the first time which in turn, became a popular means of financing for municipal infrastructure development. ULBs, who already have received financial support from BMDF, became familiar with the loan financing and developed their municipal infrastructure and eventually became able to strengthen their financial foot.

Graduation to MIC will create some sort of tremor to the economy of Bangladesh and GoB might face challenges to continue the financial supports toward ULBs for their MID projects/sub-projects in the form of grant financing. It will be convenient for the GoB to

continue the financing to ULBs in the form of loan financing. BMDF may be the window of GoB for such types of support to ULBs in for MID projects/sub-projects. In the context of new status of Bangladesh- from LDC to MIC. MDF approach will be an effective approach for municipal financing.

1.2 Statement of the problem

Being responsible, as per Local Government Act, 2009, to meet the ever-increasing demand for better municipal services of ever-increasing urbanites, ULBs are trying to develop, operate and maintain physical municipal infrastructure. But the extent, to which a municipality is able to deliver services efficiently, depends on the level and nature of financing and also their financial sustainability. Without sound financial strength, ULBs cannot play its role as essential municipal service provider to its urbanites effectively because of scarcity of financial resources. ULBs are trying to meet the demand of it through internal and external sources. GoB is the only source of municipal financing and manoeuvre fund sourced from international development partner (DP) to ULBs.

Now this scenario fall in challenge as Bangladesh is in the foot step of graduating to MIC, so the flow of less cost credit to ULBs is gradually shrinking. The sustainable development of MID will be in threat. BMDF has been providing loan grant blended funding to ULBs. But no study was done to explore the efficacy of MDF approach followed by BMDF yet. Whether MDF is an effective municipal financing in MID at ULBs level in context of graduation of Bangladesh to MIC, what is the view of ULBs regarding BMDF funding should be explored.

The major focus of this study is to find out the scope, efficacy, potential expansion loan financing received by ULBs for physical municipal infrastructure development project in context of graduation of Bangladesh to MIC.

1.3 Significance of the study

From the above statement related to the research, the research questions arisen that, is there any positive change in revenue income after implementation of MID projects/sub-projects by the concerned ULBs with the financial and technical supports from

BMDF? Not only that, it will explore any positive behavioural change of ULBs in taking credit (not grant which is free of cost) for the development project.

So, this study will try to explore the possibilities of MDF approach for local government financing as well as the efficacy of MDF in augmentation of revenue income after implementation of income generating projects/sub-projects (IGP) by the concerned ULBs with the financial and technical support from BMDF. The major focus of this study was to find out the scope, efficacy, and potential expansion of loan financing received by ULBs for their municipal development projects/sub-projects in context of graduation of Bangladesh to MIC.

1.4 Objectives of the Study

The main objective of this study to find the efficacy of MDF in financing the physical MID projects/sub-projects implementation as well as strengthening financial foot of ULBs in context of graduating of Bangladesh to MIC. The specific objectives are:

- To find out whether there is any positive relationship between loan financing through MDF and the increase in revenue income of ULBs after implementation of development projects/sub-projects financed by BMDF.
- To detect the attitude of ULBs towards loan financing for their municipal infrastructure development projects/sub-projects.

2. Methodology

2.1 Study Design

This study was based on the analysis of data available in the secondary sources from BMDF record as well as primary sources. ULBs, implemented MID project/sub-projects financed by BMDF were considered as the sample frame. Revenue income of base year (year of implementation of project) was compared with the immediate three next financial years for identifying the impact of project implementation. For easy comparison, average of three years revenue income of each ULB was compared with the revenue income of base year in percentage. Generally, there may be normal growth in the revenue income of the ULBs. So, 5% growth in the revenue

income of ULBs will be considered as the normal growth and more than this, the growth will be considered as the impact of project financing under BMDF.

2.2 Satisfaction Survey

A satisfaction survey was carried out to find out the funding policy for MID project/sub-projects of ULBs. Through this survey, the satisfaction level of the ULBs was measured.

The Likert Scale is a five-point scale which is used to allow the ULBs to express how much they were satisfied or dissatisfied with the service BMDF provided to them. Based on Likert Scale, ULBs expressed their satisfaction level as very satisfied (value 5), satisfied (4), neither satisfied nor dissatisfied or OK (3), not satisfied (2), strongly dissatisfied (1), were determine. In respect of each level of satisfaction, frequencies of ULBs were counted and finally the satisfaction level was measured.

2.3 Study Population

In fact, more than one hundred and 60 ULBs were supported by BMDF during the period starting from the year 2004 to 2018. All these ULBs implemented various types of development projects/-sub-projects either revenue generating or not revenue generating in nature or both. Considering this, there was 43 ULBs were considered as sample frame. Among the sampled ULBs, 20 ULBs were selected through random sampling method.

2.4 Secondary Data

For attending the first objective of this study, a secondary data related to revenue income, types of infrastructure implemented by those ULBs were collected. These data were sourced from the BMDF records.

2.5 Primary Data

To meet the second objective, primary data were collected to find out the attitude of ULBs regarding the loan financing for MID. In this respect, comments from Mayor, councilor or the officer/staff of engineering section, or accounts section were collected. Again, partial requirement to meet the first objective, some primary data related to revenue income of the ULBs were collected. A format for

data gathering was sent to selected ULBs and were asked to send the filled-up format to the researcher.

3. Findings

3.1 Projects/sub-projects Implementation by ULBs

3.1.1 Number of projects/sub-projects

Usually, ULBs prefer to implement more than one sub-project/sub-project either IG or NIG or both. So that, they can repay the loan with the revenue income generated by the IG project/sub-project. From the study it was found that, most of the ULBs i.e., 75% of the total implemented either 2 or 3 projects/sub-projects, but 40% ULBs implemented 2 projects/sub-projects. On an average every ULB implemented 2.55 say 3 projects/sub-projects.

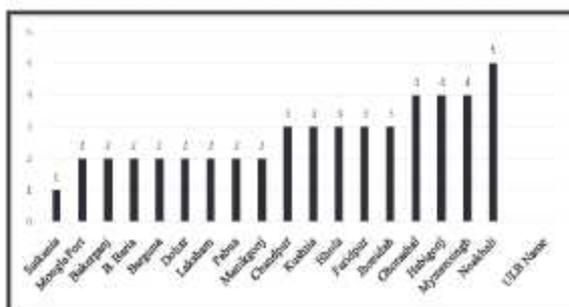


Fig 1: Number of sub-projects of ULBs

3.1.2 Types of Projects/ sub-projects

Projects/sub-projects implemented under BMDF financing is of either IG or NIG in nature. But the ULBs more specifically the public representatives - the mayor, councillor prefer to implement road or drain types project which are NIG in nature but bring quick popularity to them as these are more visible. Only 15% ULBs implemented only IG project/sub-projects, but 50% of the total implemented both IG as well as NIG project/sub-projects. But there were some ULBs (7 nos, 35%) which implemented only NIG project/sub-projects.

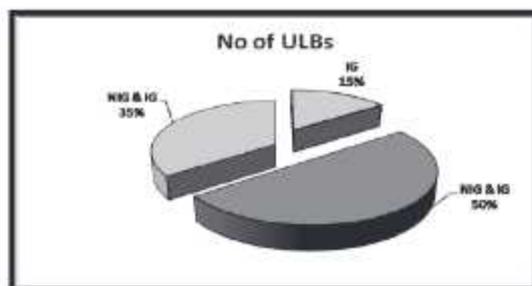


Fig 2: Types of sub-projects of ULBs

3.1.3 Revenue Enhancement

There were impacts on revenue of the BMDF funded ULBs. The revenue of ULBs either increased or decreased after implementation of projects/sub-project. For easy comparison, average of three years revenue income of each ULB was compared with the revenue income of base year, i.e., year of project/sub-projects implementation in percentage. The following figure represents the comparison in percentage revenue income of sample ULBs.

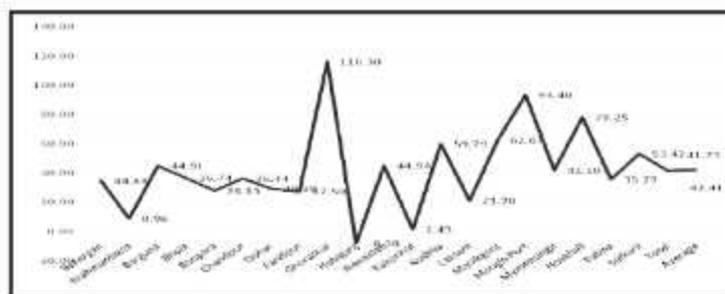


Fig 3: Change of average revenue income (%) of ULB

Table 1: Revenue (in lacs) and % of revenue increase of ULBs

| ULB | % of Change (3 rd yr. to 4 th yr.) | 4 th yr. revenue | % of Change (2 nd yr. to 3 rd yr.) | 3 rd yr. revenue | % of Change (1 st yr. to 2 nd yr.) | 2 nd yr. revenue | 1 st yr. revenue |
|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Bakerganj | 7.84 | 215.92 | 0.51 | 200.22 | 30.95 | 199.20 | 152.13 |
| Beshambaria | 20.15 | 733.07 | -1.39 | 610.14 | 3.09 | 618.75 | 600.18 |
| Bergasa | -8.67 | 883.91 | 18.97 | 967.79 | 32.70 | 813.50 | 613.05 |
| Bhola | -29.62 | 907.34 | 62.88 | 1789.17 | 8.66 | 791.50 | 728.40 |
| Boupara | 14.73 | 212.75 | 2.82 | 185.44 | 19.85 | 180.36 | 150.89 |
| Chaudpur | 13.17 | 1926.32 | 36.85 | 1702.13 | 4.49 | 1743.81 | 1190.33 |
| Doba | 19.07 | 301.21 | 13.27 | 252.96 | 11.48 | 223.32 | 200.32 |
| Feridpur | -42.31 | 983.41 | 61.45 | 1704.76 | 7.87 | 1055.91 | 978.83 |
| Ghorasal | 1.10 | 432.46 | 104.22 | 427.74 | 27.06 | 209.45 | 164.84 |
| Habiganj | 5.00 | 595.20 | -4.91 | 566.85 | -6.50 | 596.10 | 637.56 |
| Jhenaidah | 4.66 | 1107.36 | 13.86 | 1058.06 | 30.57 | 929.29 | 711.71 |
| Kakorhat | 18.14 | 147.79 | -18.49 | 125.09 | 9.53 | 153.46 | 140.11 |
| Kushia | 59.11 | 197.95 | 36.00 | 124.41 | 5.97 | 91.48 | 86.33 |
| Laksam | 12.40 | 321.65 | 6.94 | 286.17 | 11.15 | 267.61 | 240.77 |
| Manikganj | 19.42 | 1211.64 | 69.50 | 1014.63 | 3.41 | 998.59 | 378.84 |
| Mongla Port | 9.50 | 690.68 | 30.99 | 630.73 | 54.96 | 481.52 | 310.74 |
| Mymensingh | -3.58 | 1250.44 | 32.92 | 1296.90 | 18.06 | 975.68 | 826.41 |
| Noakhali | -5.81 | 2298.60 | -5.24 | 2440.37 | 88.28 | 2375.21 | 1367.78 |
| Pabna | -19.51 | 1277.18 | 37.57 | 1586.81 | 16.96 | 1153.48 | 986.22 |
| Satkhali | 21.48 | 127.26 | 49.57 | 104.76 | 6.72 | 70.04 | 65.63 |
| Total | -4.54 | 15822.13 | 25.30 | 16575.12 | 23.28 | 13228.28 | 10730.66 |
| Average increase | 5.81 | | 27.41 | | 19.26 | | |

Source: Field survey, 2021

From the study it was found that there were positive changes - increase in revenue income of the ULBs. Most of the ULBs (65%) have more than 30% increases in their revenue income and among those 30% ULBs have more than 50% increases in their revenue income. Though 10% ULBs have below 10% and 5% has decrease in their revenue income but average revenue income is more than 40% which is significant.

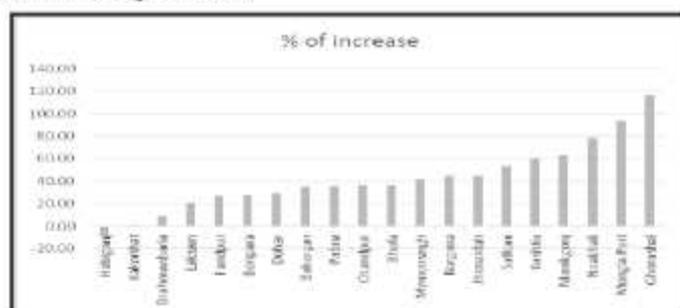


Fig 4: % of change of revenue income

In the immediate first year after the project/sub-projects implementation year, revenue income of the ULBs was increased except one. There was average 19.26% increase in the revenue income of ULBs. It continued with high trend in the following year that means there was average 27.41% increase in the revenue income. Though there were 20% ULBs who failed to earn more comparing to previous year. But in the next year the increased average revenue income of the ULB fell intensely, to 5.81%.

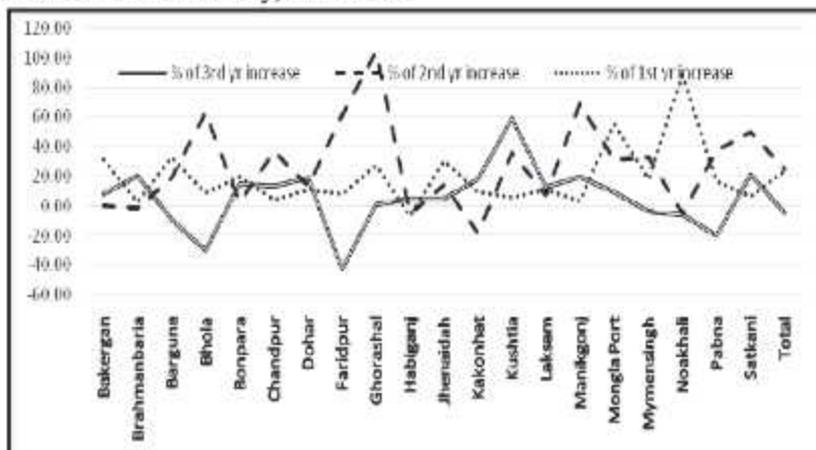


Fig 5: % of change of revenue income in successive years of different ULBs

3.2 Trends of Revenue Enhancement

The study showed that the change in revenue income of each sample ULBs were not positive in successive years. The increase of average revenue income continued for consecutive two years, but it fell in third year.

Some ULBs have positive change in successive year while other has fluctuation. In second year, there was more average positive changes (27.41%) than that of 1st year (19.26%). But in the 3rd year the increase of average revenue income of sample ULBs went down intensely, to 5.81%.

নাগরিক মনে করে ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন প্রকার ভাতা যেমন: নাগরিকত্ব সনদ, বিভিন্ন প্রকার সনদ ও প্রত্যয়ন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা/দুঃস্থ মহিলা ভাতা, গরীব ও দুঃস্থ মানুষের সহায়তা প্রদান করে। সারণি ৪ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ভাতা এবং সনদ প্রদানে নিয়োজিত থাকতে হয়। প্রদত্ত ভাতার মধ্যে অন্যতম মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরের কাজ। যেমন: বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয় উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয় হতে। অন্যদিকে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মাতৃত্বকালীন ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটোটিং মাদার ভাতা, ভিজিডি প্রদান করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ভিজিএফ, কাবিখা/কাবিটা, টিআর, ইজিপিপি, ইত্যাদি প্রদান করে থাকে।

সারণি ৫. ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানে কোন চ্যালেঞ্জ আছে কিনা এমন প্রশ্নে উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| পর্যাপ্ত জনবল নেই | ৪৩৮১ | ৭৭.৫৪ |
| সাধারণ জনগণ ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে সামান্যই অবহিত | ৩৫৭৭ | ৬৩.৩১ |
| সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা নেই | ৩৫৫০ | ৬২.৮৩ |
| বিভিন্ন ভাতা প্রদানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের স্বচ্ছন্দতা | ৩২১৪ | ৫৬.৯ |
| অনেক সময় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাতার তালিকা তৈরি করা করতে হয় | ৩২১৪ | ৫৬.৯ |
| স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীগণের চাপ | ৩২১৪ | ৫৬.৯ |
| বিভিন্ন ভাতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির অনৈতিক আবেদন | ৩২১৪ | ৫৬.৯ |
| স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জায়গা সীমিত | ২৫২২ | ৪৪.৬৪ |
| ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সচেতনতা | ২৫২২ | ৪৪.৬৪ |
| পরিকল্পনা প্রণয়নে জন অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত | ২৫১২ | ৪৪.৪৬ |
| অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের সুযোগ কম | ২৩৫৫ | ৪১.৬৮ |
| ইউপি সচিব ও উদ্যোগতার সচেতনতা | ১২৫২ | ২২.১৬ |
| ইউপি সচিব ও উদ্যোগতা এর পারস্পরিক সম্পর্ক | ৭৫৮ | ১৩.৪২ |
| জানিনা | ৬৩২ | ১১.১৯ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৫৩৭ | ৯.৫০ |
| ইউপি চেয়ারম্যান ও উদ্যোগতা এর পারস্পরিক সম্পর্ক | ৩১৬ | ৫.৫৯ |
| ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব এর পারস্পরিক সম্পর্ক | ৩১২ | ৫.৫২ |

সারণি ৫ এ সাধারণ নাগরিকের মতে ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় নব্বই (৭৭.৫৪) শতাংশ নাগরিকের মতে ইউনিয়ন পরিষদের বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই। একমাত্র সচিব ও হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর দিয়ে এ সকল সেবা প্রদান করতে হয়। যদিও সকল ইউনিয়ন পরিষদে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে লোক নিয়োগ করা আজ অবধি সম্ভব হয়নি। ষাট শতাংশের অধিক উত্তরদাতা মনে করে সাধারণ জনগণ ইউনিয়ন পরিষদ

ও এর সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে। ষাট শতাংশের কাছাকাছি (৫৬.৯) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন ভাতা প্রদানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের স্বজনস্বীতি করে, অনেক সময় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাতার তালিকা প্রেরণ করতে হয়, স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীগণের চাপ, বিভিন্ন ভাতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির অনৈতিক আবদার পালন করতে হয়। উত্তরদাতাগণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ (৯.৫০%) বলেছেন সেবা প্রদানে কোন চ্যালেঞ্জ নেই। অধিকন্তু দশ শতাংশের বেশি (১১.১৯) উত্তরদাতা বলেছেন সেবা প্রদানে কোন চ্যালেঞ্জ আছে কিনা তা তাদের জানা নাই।

সারণি ৬. সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা | ৪৪৮১ | ৭৯.৩১ |
| পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা | ৪৪৮১ | ৭৯.৩১ |
| ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (মাইকিং, লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড, ইত্যাদি) গ্রহণ করা | ৪৩২৮ | ৭৬.৬০ |
| বিভিন্ন ভাতা প্রদানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের স্বজনস্বীতি বন্ধ করা | ২৫২২ | ৪৪.৬৪ |
| বিভিন্ন ভাতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির অনৈতিক আবদার বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা | ২৫২২ | ৪৪.৬৪ |
| পরিকল্পনা গ্রহণে জনসংশ্লিষ্ট নিশ্চিত করা | ২৫১২ | ৪৪.৪৬ |
| চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে ইউনিয়ন পরিষদের সেবা ও জনগণ ম্যানেজ করার কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা | ২২৫৫ | ৩৯.৯১ |
| অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা | ২৩১৭ | ৪১.০১ |
| ইউপি সচিব ও উদ্যোগতাকে সেবা প্রদানে আরো অঙ্কুরিক হওয়া | ১২২২ | ২১.৬৩ |
| সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা গ্রহণ ও প্রচার করা | ৭৫৮ | ১৩.৪২ |
| ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব এর পারস্পরিক সম্পর্ক আরো উন্নয়ন করা | ৩১৬ | ৫.৫৯ |
| ইউপি চেয়ারম্যান ও উদ্যোগতা এর পারস্পরিক সম্পর্ক আরো উন্নয়ন করা | ৩১২ | ৫.৫২ |
| ইউপি সচিব ও উদ্যোগতা এর পারস্পরিক সম্পর্ক আরো উন্নয়ন করা | ৩১২ | ৫.৫২ |
| জানিনা | ২৫৭ | ৪.৫৫ |

সারণি ৬ এ ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য উত্তরদাতাগণের সুপারিশ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, প্রায় আশি (৭৯.৩১) শতাংশ মনে করে যে, পরিষদে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা কর হলে সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে। এ ক্ষেত্রে মাইকিং, লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড, ইত্যাদির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়তে হবে। জনগণ সচেতন হলে স্বজনস্বীতি কমবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির অনৈতিক আবদার করতে সাহস পাবে না। প্রায় চল্লিশ শতাংশ (৩৯.৯১) উত্তরদাতা ইউনিয়ন পরিষদের সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি ও জনগণকে ম্যানেজ করার কৌশল সম্পর্কে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরামর্শ দিয়েছে।

সারণি ৬ এ ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য উত্তরদাতাগণের সুপারিশ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, প্রায় আশি (৭৯.৩১) শতাংশ মনে করে যে, পরিষদে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা কর হলে সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে। এ ক্ষেত্রে মাইকিং, লিফলেট, পোস্টার, ক্লিয়ার্ড, ইত্যাদির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। জনগণ সচেতন হলে স্বজনপ্রীতি কমেবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির অনৈতিক আদার করতে সাহস পাবে না। প্রায় চল্লিশ শতাংশ (৩৯.৯১) উত্তরদাতা ইউনিয়ন পরিষদের সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি ও জনগণকে ম্যানেজ করার কৌশল সম্পর্কে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরামর্শ দিয়েছে।

সারণি ৭. ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান উন্নয়নে জনগণের সুপারিশসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| পর্যাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা করা | ৫১০৩ | ৯০.৩ |
| অপত্ত সেবা প্রার্থীদের বসার সুব্যবস্থা করা | ৪৮৫২ | ৮৫.৯ |
| জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য ক্লিয়ার্ড, পটপান, ক্যাবল নেটওয়ার্কে বিজ্ঞাপন, ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ | ৪৩২২ | ৭৬.৫ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের যাতায়াত ভাতা প্রদান নিশ্চিত করা | ৩৫৭৮ | ৬৩.৩ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন ফেল যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়ানো যেতে পারে যেমন-সচিবগণের ৯ম গ্রেড এবং হিসাব সহকারীগণের ১০ম গ্রেড | ৩৩৪৫ | ৫৯.২ |
| হিসাব সহকারী ও গ্রাম পুলিশগণের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা | ৩২১৪ | ৫৬.৯ |
| পরিষদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আবাসনের ব্যবস্থা করা | ৩২১৪ | ৫৬.৯ |
| গ্রাম আদালতের বিচারিক ক্ষমতা যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়ানো | ৩১২৭ | ৫৫.৩ |
| পরিষদের সদস্যগণের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা | ৩১২২ | ৫৫.৩ |
| নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য ব্যাপক প্রচার করা | ২৫৭৩ | ৪৫.৫ |
| বর্ডার ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা | ২৩৭৭ | ৪২.১ |
| পরিষদের নিজস্ব যানবাহনের ব্যবস্থা করা | ২১৫০ | ৩৮.১ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা | ১৩২২ | ২৩.৪ |
| অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা | ১২৫১ | ২২.১ |

সারণি ৭ এ ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান উন্নয়নে জনগণের কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বিধৃত হয়েছে। নব্বই শতাংশের অধিক উত্তরদাতা মনে করেন পর্যাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা হলে সেবার মান কাজিখত পর্যায়ে উন্নীত হবে। উত্তরদাতাগণের একটা বড় অংশের মতে পরিষদে আগত সেবা প্রার্থীদের বসার সুব্যবস্থা করার পাশাপাশি ক্লিয়ার্ড, পটপান, ক্যাবল নেটওয়ার্কে বিজ্ঞাপন ইত্যাদিও মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ কর উচিত।

প্রায় ৫৭ শতাংশ (৫৬.৯) থেকে ৬৪ শতাংশ (৬৩.৩) উত্তরদাতা মনে করে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের যাতায়াত ভাতা প্রদান নিশ্চিত করা, সচিবগণের ৯ম হেড এবং হিসাব সহকারীগণের ১০ম গ্রেড এ উন্নীত করা, হিসাব সহকারী ও গ্রাম পুলিশগণের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা এবং পরিষদের কাছাকাছি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে অল্প সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ মান সম্পন্ন সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। উত্তরদাতাগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ (৩৮.১%) গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে।

সারণি ৮. ইউনিয়ন পরিষদকে আরো কার্যকর, শক্তিশালী ও জবাবদিহি করতে জনগণের সুপারিশসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন জোরদার করা | ৩২৫২ | ৫৭.৫৬ |
| জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এর জন্য পৃথক লোকবল নিয়োগ করা | ৩১৫২ | ৫৫.৭৯ |
| স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল বর্ণিত জনবল দ্রুত হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা | ৩১২২ | ৫৫.২৬ |
| জনসংকে ইউনিয়ন মুখী করতে ইউনিয়ন পরিষদের আশেপাশে বিভিন্ন আকর্ষণীয় সেবা কেন্দ্র গড়ে তুলতে পৃষ্ঠপোষকতা করা | ২১৫৩ | ৩৮.১১ |
| ইউনিয়ন এলাকায় আয়বর্ষক প্রকল্প গ্রহণে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা | ১৫৮৯ | ২৮.১২ |
| বেকার যুবক ও যুবতিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা | ১৫৭৭ | ২৭.৯১ |
| জবাবদিহিতার জায়গা (ওয়ার্ড সভা, বাজেট সভা, ইউডিসিসি সভা, ইত্যাদি) চিহ্নিত করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা | ১৩৫৮ | ২৪.০৪ |
| নিজস্ব সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার (মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, ইত্যাদি নিয়মিত) | ১৩৫৪ | ২৩.৯৬ |
| সড়কের পাশে ও পরিভ্রমণ যোগ্য বুক রোপণ | ১৩২৫ | ২৩.৪৫ |
| সঠিক মূল্যে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পত্তি ইজারা প্রদান | ১২৬৯ | ২২.৪৬ |
| নিজস্ব জায়গায় গুণের ডিসপেনসারি স্থাপন | ৮৬১ | ১৫.২৪ |
| উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এর সাথে আরো সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা | ৫৮২ | ১০.৩০ |
| নিয়মিত নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা | ৫৮২ | ১০.৩০ |
| জানিনা | ৩৬৬ | ৬.৪৮ |
| জনপ্রতিনিধিদের আইনের আওতায় এনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা | ৩১৬ | ৫.৫৯ |

ইউনিয়ন পরিষদকে আরো কার্যকর, শক্তিশালী ও জবাবদিহি করতে জনগণের সুপারিশসমূহ সারণি ৮ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ষাট শতাংশ (৫৭.৫৬) উত্তরদাতা মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদের কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। কাজের গুণগত মান ভাল হলে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি মানুষের আস্থাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাবে। প্রায় সাতান্ন শতাংশ (৫৭.৮৯) উত্তরদাতার মতে বাংলাদেশের মতো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন একটি বিশাল কর্মসূচি, সুতরাং এর

জন্য পৃথক জনবলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চুয়াল্লিশ শতাংশ (৫৪.৩৫) থেকে সাতাল্লিশ (৫৫.২৬) শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল বর্ণিত জনবল অবিলম্বে হস্তান্তরের ব্যবস্থা। চব্বিশ শতাংশ (২৪.০৪) উত্তরদাতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ওয়ার্ড সভা, উনুজ বাজেট সভা, ইউডিসিসি সভা, স্থায়ী কমিটির সভা, ইত্যাদি যথাযথভাবে আয়োজন করা এবং জনঅংশ-গ্রহণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। অনেক উত্তরদাতা মনে করেন মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, ইত্যাদি নির্মাণ (২৩.৯৬%), সড়কের পাশে ও পরিত্যক্ত যায়গায় বৃক্ষ রোপণ (২৩.৪৬%), সঠিক মূল্যে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পত্তি ইজারা প্রদান (২২.৪৫%), নিজস্ব জায়গায় ওষুধের ডিসাপেনসারি স্থাপন (১৫.২৪%), ইত্যাদির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার করে পরিষদের আয় বাড়ানো যায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা (৫.৫৯%) জনপ্রতিনিধিদের আইনের আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন।

১১. একান্ত সাফাৎকার হতে প্রাপ্ত ফলাফল

চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান নির্বাহী। অন্যদিকে ইউপি সচিব যাকে প্রায় সকল প্রকার সেবা প্রদানে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতে হয়। কিছু জেলা ব্যতিত সব স্থানে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর রয়েছে যাদেরকেও বিভিন্ন সেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকতে হয়। আবার সদস্যরাও কম-বেশি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় জড়িত। সংগত কারণে এসকল ব্যক্তিদের একান্ত সাফাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সারণি ৯ হতে সারণি ৩২ পর্যন্ত একান্ত সাফাৎকার হতে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৯. উত্তরদাতাগণের মতে ইউনিয়ন পরিষদ হতে যেসব সেবা প্রদান করা হয় (একের অধিক উত্তর প্রবোজ্য)

| সেবার নাম | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ | ২৪৫০ | ৯৮.০৪ |
| রাস্তা, কালভার্ট, রাস্তার গাইড ওয়ালা ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন | ২৪১২ | ৯৬.৫২ |
| নাগরিকত্ব সনদ | ২৩৭৪ | ৯৫.০০ |
| চারিত্রিক সনদ | ২৩৭৪ | ৯৫.০০ |
| বয়স ভাতা | ২৩৫৫ | ৯৪.২৪ |
| বিধবা/স্বামী নিম্নহীতা ভাতা | ২৩৫১ | ৯৪.০৮ |
| কর্মজীবী ল্যাকাটেটিং মাদার ভাতা | ২৩১৩ | ৯২.৫৬ |
| মাতৃত্বকালীন ভাতা | ২৩১৩ | ৯২.৫৬ |
| অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ২৩১০ | ৯২.৪৪ |
| গরীব ও দুঃস্থ মানুষের সহায়তা প্রদান | ২২৮৭ | ৯১.৫২ |
| উত্তরাধিকার সনদ | ২২১৬ | ৮৮.৬৮ |
| ভিজিএফ | ২০৮৫ | ৮৩.৪৩ |
| ভিজিডি | ২০৮৫ | ৮৩.৪৩ |
| ট্রেড লাইসেন্স | ১৮২২ | ৭২.৯১ |

| সেবার নাম | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুল, প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ | ১৮২২ | ৭২.৯১ |
| বিচার সালিশি | ১৫৯৬ | ৬৩.৮৭ |
| পারিবারিক বিরোধ নিরসন | ১৫৯৬ | ৬৩.৮৭ |
| ইজিপিপি | ১৩০২ | ৫২.১০ |
| কাবিখা/কাবিটা | ১৩০২ | ৫২.১০ |
| টিআর | ১৩০২ | ৫২.১০ |
| অবিবাহিত প্রত্যয়ন | ১২৫৪ | ৫০.১৮ |
| ভূমিহীন প্রত্যয়ন | ১২৫৩ | ৫০.১৪ |
| পুন: বিবাহে আবদ্ধ হওয়া | ৫৯২ | ২৩.৬৯ |
| পেনশনভোগীদের জীবিত থাকার প্রমাণ | ৫৯২ | ২৩.৬৯ |
| পাসপোর্টের জন্য পরিচিতি প্রতিপাদন | ৫৮৭ | ২৩.৪৯ |
| বার্ষিক আয়ের জন্য | ৫৬০ | ২২.৪১ |
| বিভিন্ন ক্যাজের/বিষয়ের অনাপত্তি পত্র | ৫৩৫ | ২১.৪১ |
| এক ব্যক্তির একাধিক নাম বিষয়ের প্রত্যয়ন | ৩৮২ | ১৫.২৯ |

সারণি ৯ এ উত্তরদাতাগণের মতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বিষয় বিবৃত হয়েছে। প্রায় শতভাগ (৯৮.০৪%) উত্তরদাতার মতে ইউনিয়ন পরিষদ জন্ম-মৃত্যু সনদ প্রদান করে। সাতানব্বই শতাংশের (৯৬.৫২) কাছাকাছি উত্তরদাতা বলেছেন ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তা, কালভার্ট, রাস্তার গাইড ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ করে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ নাগরিকত্ব সনদ (৯৫%), চারিত্রিক সনদ (৯৫%), বয়স্ক ভাতা (৯৪.২৪%), বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা ভাতা (৯৪.০৮%), কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা (৯২.৫৬%), মাতৃত্বকালীন ভাতা (৯২.৫৬%), অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা (৯২.৪৪%), গরিব ও দুস্থ মানুষের সহায়তা প্রদান (৯১.৫২%), উত্তরাধিকার (৮৮.৬৮%), ভিজিএফ (৮৮.৪৩%), ভিজিডি (৮৮.৪৩%), ইত্যাদি প্রদান করে থাকে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন ভাতা ও প্রত্যয়নের কাজে অনেক বেশি সময় দিতে হয়। ষাট শতাংশের অধিক (৬৩.৮৭) উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেন যে, পরিষদে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার সালিশির পাশাপাশি পারিবারিক বিরোধ নিরসন করা হয়।

সারণি ১০. রাস্তা, কালভার্ট, রাস্তার গাইড ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের নকশা, প্রাক্কলন, ইত্যাদির জন্য উপজেলা প্রকৌশলীর সাহায্য নিতে হয় যাকে পেশাগত কারণেই অনেক ব্যস্ত থাকতে হয় | ২৪০৭ | ৯৬.৩২ |
| এ কাজের জন্য উপজেলায় যাতায়াত খরচ সচিবকে নিজেই বহন করতে হয় | ২৩৯৭ | ৯৫.৯২ |
| পরিষদের আর্থিক সামর্থ্য কম | ২২৮৭ | ৯১.৫২ |
| এই কাজ করার এবং বুকে নেয়ার জন্য পরিষদে কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই | ২২৫৫ | ৯০.২৪ |
| অত্যধিক বোঝাই যানবাহন চলাচল করে রাস্তা নষ্ট করে | ১৫৯৬ | ৬৩.৮৭ |
| রাস্তা দিয়ে লোহার চাকা না খুলেই পাওয়ারটিলার চলাচল করে রাস্তায় ছোট ছোট গর্ত সৃষ্টি করে যেখানে বৃষ্টির পানি জমে আরো বড় দুর্ঘটনার কারণ হয় | ১৩০২ | ৫২.১০ |
| প্রভাবশালী ঠিকাদারের নিকট হতে কাজ বুকে নেয়া | ১২৫৪ | ৫০.১৮ |
| জনগণ রাস্তায় ফসল ও ফসলের খোসা ওকালের জন্য বিছিয়ে রাখে যা রাস্তার দাঁতির পাশাপাশি দুর্ঘটনা করে তোলে | ৯৮৭ | ৩৯.৫০ |
| অনেক সময় মানুষ কোন কিছু লা ভেবেই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাস্তা কেটে ফেলে | ৫৬০ | ২২.৪১ |
| জনগণ যাত্রা ছাড়তে চায় না | ৫৩৫ | ২১.৪১ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৩১২ | ১২.৪৮ |

রাস্তা, কালভার্ট, রাস্তার গাইড ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে উত্তরদাতার অভিমত উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকাংশ (৯৬.৩২%) সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মনে করেন বস্তুগত অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিষদকে উপজেলা প্রকৌশলীর দারস্থ হতে হয়। তাছাড়া এই কাজে সচিবকে একাধিক বার উপজেলা সদরে যাতায়াতের ভাতা তিনি কদাচিৎ পরিষদ হতে পেয়ে থাকেন। নব্বই শতাংশের অধিক সাক্ষাৎকারদাতা মনে করেন এসকল কাজ করার অপরিহার্য আর্থিক সামর্থ্যের পাশাপাশি কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। উপস্থযোগ্য সংখ্যক সাক্ষাৎকারদাতার মতে সড়কে অত্যধিক বোঝাই যানবাহন চলাচলে রাস্তা নষ্ট হয়। এমনকি পাওয়ারটিলার নেয়ার সময় রাবারের চাকা ব্যবহারের পরিবর্তে লোহার চাকা ব্যবহার করে যা রাস্তায় ছোট ছোট গর্ত সৃষ্টি করে যেখানে বৃষ্টির পানি জমে আরো বড় দুর্ঘটনার ক্ষেত্র তৈরি করে।

সারণি ১১. রাস্তা, কালভার্ট, রাস্তার গাইড ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| পরিষদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা | ২২৮৭ | ৯১.৫২ |
| স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল বর্ণিত জনবল দ্রুত হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা | ১৮৯৬ | ৭৫.৮৭ |
| নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও কার্য সহকারী পদ সৃষ্টি করা | ১৭৩৫ | ৬৯.৪৩ |
| অত্যধিক বোঝাই যানবাহন চলাচল নিরূপসাহিত করা | ১৫৯৬ | ৬৩.৮৭ |
| পাওয়ারটিনার ব্যবহারকারীদের সচেতনত্ব করা যেন তারা রাস্তা দিয়ে চলাচলে রাবারের চাকা ব্যবহার করে | ১৩০২ | ৫২.১০ |
| রাস্তায় ফসল ও ফসলের খোসা বিছানো নিরূপসাহিত করা | ৯৮৭ | ৩৯.৫০ |
| রাস্তার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার করা | ৫৩৫ | ২১.৪১ |
| জানিলা | ১২২ | ৪.৮৮ |

উপরের সারণিতে রাস্তা, কালভার্ট, রাস্তার গাইড ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সাক্ষাৎদাতার সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ (৯১.৫২%) সাক্ষাৎকারদাতা মনে করেন পরিষদের নিজস্ব আয় বাড়াতে হবে। সত্তর শতাংশের বেশি (৭৫.৮৭%) উত্তরদাতা হস্তান্তরযোগ্য সরকারের দপ্তর ও কার্যাবলী অবিলম্বে ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তরের পরামর্শ দিয়েছেন। সেটা সম্ভব না হলে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন ও দেখাশোনা করার জন্য একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও একজন কার্য সহকারী পদ সৃষ্টি করার মতামত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উত্তরদাতা সড়ক ব্যবহারে জনসচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

সারণি ১২. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| মানুষের চরিত্র সম্পর্কে সনদ দেয়া খুবই কঠিন | ২২৯৫ | ৯১.৮৪ |
| সব নাগরিকের পরিচয় সম্পর্কে জানা মুশকিল | ১৭৬৩ | ৭০.৫৫ |
| জনগণ খাচাই করার সময়ই দিতে চান না | ১৫৭৮ | ৬৩.১৫ |
| চেয়ারম্যান জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে সবাইকেই সনদ দেন | ১২৩৭ | ৪৯.৫০ |
| অনেক সময় চেয়ারম্যান ফাঁকা (Blank) সনদ স্বাক্ষর করে ইউপি সদস্য বা তার প্রতিনিধির নিকট রাখেন | ৭৮৩ | ৩১.৩৩ |
| অলাদু চরের মাধ্যমে অনুরূপ দেশের মানুষের (রোহিঙ্গাসহ আফ্রিকার অন্যান্য দেশ) চলে যেতে পারে | ৫৭১ | ২২.৮৫ |
| সচিবের বা হিসাব সহকারীর কোন সংপ্রিয়তা নেই | ৫৬০ | ২২.৪১ |
| ছাপানোর ধরুচ | ৫৩৫ | ২১.৪১ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ২৩৭ | ৯.৪৮ |
| জানিলা | ১০৭ | ৪.২৮ |

উত্তরদাতাগণের মতে নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ সারণি ১২ এ বিধৃত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতা মনে করেন নাগরিকের চরিত্র ও পরিচয় জানা কষ্টসাধ্য। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উত্তরদাতা জানান যে, জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে চেয়ারম্যানের নিকট সনদ চাইলেই তিনি দিয়ে দেন। এমনকি অনেক সময় তিনি ফাঁকা (ইষধহশ) সনদ স্বাক্ষর করে ইউপি সদস্য বা তার প্রতিনিধির নিকট রেখে দেয়। বিশ শতাংশের একটু বেশি (২২.৮৫) উত্তরদাতা মনে করেন যথাযথ যাচাই-বাছাই করে সনদ প্রদান করা না হলে অসাদু চক্রের হাতে চলে যেতে পারে। প্রায় দশ শতাংশ (৯.৪৮) উত্তরদাতা এ সনদ প্রদানে কোন চ্যালেঞ্জ খুঁজে পান না।

সারণি ১৩. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| অনলাইনে আবেদন ও সনদ প্রদানের সুযোগ রাখা | ১৭৪৮ | ৬৯.৯৫ |
| আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য এবং সচিবের স্বাক্ষর যুক্ত করা | ১৬৩৭ | ৬৫.৫১ |
| সেবাপ্রত্যাশীগণ যেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সেবা নিতে আসে সেটা প্রচার করা | ১৫৮৮ | ৬৩.৫৫ |
| ফাঁকা (Blank) সনদ প্রদান বন্ধ করা | ৫৭১ | ২২.৮৫ |
| জাতীয় পরিচয়পত্র থাকার এ সনদ প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই | ৫৬০ | ২২.৪১ |
| যথাযথ যাচাই-বাছাই করে সনদ প্রদান করা | ৫৩৫ | ২১.৪১ |
| চেয়ারম্যানকে মোটিভেশন দিতে হবে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার চেয়ে জাতীয় স্বার্থ বড় | ১৩৫ | ৫.৪০ |
| কোন পরামর্শ নেই | ১১৭ | ৪.৬৮ |

নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদ প্রদানে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ সারণি ১৩ এ উপস্থান করা হয়েছে। বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৬৯.৯৫%) মনে করেন সনদ অনলাইনে প্রদান করা যেতে পারে। ষাট শতাংশের বেশি (৬৫.৫১) উত্তরদাতা সনদ প্রদান প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য ও ইউপি সচিবকে সংযুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন এ ধরনের সনদ প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই।

সারণি ১৪. উত্তরাধিকার সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| সব নাগরিকের পরিচয় জানা মুশকিল | ১৭৩৩ | ৬৯.৩৫ |
| জনগণ যাচাই করার কোন সময় দিতে চায় না | ১৩০২ | ৫২.১০ |
| মৃত্যু নিবন্ধনের সময় তথ্য গোপন করে | ৬৮০ | ২৭.২১ |
| নিকাহ রেজিস্ট্রার হখালময়ে তথ্য দিতে চায় না | ৬৪৩ | ২৫.৭৩ |
| পরিবারের সদস্যগণ অনেক সময় তথ্য গোপন করে | ৬৪৩ | ২৫.৭৩ |
| সঠিক সময়ে মৃত্যু নিবন্ধন করে না | ৬৪৩ | ২৫.৭৩ |

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| ইউপি সদস্যগণ দায়িত্ব নিতে চায় না | ৫৮২ | ২৩.২৯ |
| সচিব বা হিসাব সহকারীর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই | ৫৮২ | ২৩.২৯ |
| ইউপি সদস্যগণ যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করেন না | ৫৮২ | ২৩.২৯ |
| চেয়ারম্যান জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে যথাযথ বাচাই না করেই সনদ দেন | ৫১২ | ২০.৪৯ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৮৭ | ৩.৪৮ |

উত্তরদাতাগণের মতে উত্তরাধিকার সনদ প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ সারপি ১৪ তে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রায় সত্তর শতাংশ (৬৯.৩৫) উত্তরদাতা মনে করেন সরকার নাগরিকের পরিচয় জানা দুরূহ। পঞ্চাশ শতাংশের সামান্য অধিক (৫২.১০) উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে, ওয়ারিশন সনদ নিতে জনগণ তাড়াহুড়া করে এবং বাচাই-বাছাই করার করার সময় দিতে নারাজ থাকে। প্রায় ছাব্বিশ শতাংশ (২৫.৭৩) উত্তরদাতার মতে নিকাহ রেজিস্ট্রার যথাসময়ে তথ্য দেয় না, পরিবারের সদস্যগণ তথ্য গোপন করে এবং সঠিক সময়ে মৃত্যু নিবন্ধন করে না। লক্ষণীয় সংখ্যক (২৩.২৯%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে, উত্তরাধিকার সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে ইউপি সদস্যকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হলে তাঁরা যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করে না। এমনকি দায়িত্ব নিতে গড়িমসি করে।

সারপি ১৫. উত্তরাধিকার সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| অনলাইনে আবেদনের ও সনদ প্রদানের সুযোগ রাখা | ১৭৯২ | ৭১.৭১ |
| আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য এবং সচিবের স্বাক্ষর যুক্ত করা | ১৬০৩ | ৬৪.১৫ |
| সেবাপ্রত্যাশীগণ যেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সেবা নিতে আসে সেটা প্রচার করা | ১৫১২ | ৬০.৫০ |
| চেয়ারম্যানকে মোটিভেশন দিতে হবে জনপ্রিয়তার চেয়ে উপকারভোগীর স্বার্থ বড় | ১৫১২ | ৬০.৫০ |
| সঠিক সময়ে মৃত্যু নিবন্ধন করে | ৩৮৭ | ১৫.৪৯ |
| সচিব বা হিসাব সহকারীর মাধ্যমে সনদ দেয়া যেতে পারে | ১৩০ | ৫.২০ |

উত্তরাধিকার সনদ প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে উত্তরদাতাগণের পরামর্শ সারপি ১৫তে তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭১.৭১%) অনলাইনের মাধ্যমে সনদ প্রদানের সুপারিশ করেছেন। ষাট শতাংশের সামান্য অধিক সংখ্যক উত্তরদাতা (৬৪.১৫%) আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য এবং সচিবের স্বাক্ষর যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। ঠিক ষাট শতাংশ (৬০.৫০) উত্তরদাতা সেবাপ্রত্যাশীগণকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সনদপত্রের জন্য আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং চেয়ারম্যানকে উপকারভোগীর হকের কথা স্মরণ করার তাগিদ দিয়েছেন। অর্থাৎ ভুলক্রমে

সনদ থেকে কোন ব্যক্তির নাম বাদ পড়লে তিনি তাঁর উত্তরাধিকার সম্পদ-সম্পত্তির অংশ হতেও বাদ পড়বেন যার নৈতিক দায়ভার চেয়ারম্যান কখনো এড়াতে পারবে না।

সারণি ১৬. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| সঠিক সময়ে নিবন্ধন করে না | ২৩৯২ | ৯৫.৭২ |
| প্রয়োজন পড়লে নিবন্ধন নিতে আসে | ১৮৯৫ | ৭৫.৮৩ |
| জনবলের অভাব | ১৮৫২ | ৭৪.১১ |
| প্রায়ই জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সার্ভার দুর্বল থাকে | ১৮৩৩ | ৭৩.৩৫ |
| দুর্বল গতির ইন্টারনেট | ১৮২৭ | ৭৩.১১ |
| জনগণ যাচাই করার কোন সময় দিতে চায় না | ১৪৫২ | ৫৮.১০ |
| নিবন্ধনের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে না | ১৪৪৭ | ৫৭.৯০ |
| পরিবারের সদস্যগণ অনেক সময় তথ্য গোপন করে | ১৩৮২ | ৫৫.৩০ |
| প্রায়ই দেখা যায় মৃত ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন থাকে না | ৮০১ | ৩২.০৫ |
| ইউপি সদস্যগণ দায়িত্ব নিতে চায় না | ৬৯৫ | ২৭.৮১ |
| সত্যিই শিশু জন্ম নিল কিনা যাচাই করা কঠিন | ৬৮৯ | ২৭.৫৭ |
| জনগণের সচেতনতা | ৬২২ | ২৪.৮৯ |
| গ্রাম পুলিশ/তাহাজ সহকারী/পরিবার কল্যাণ সহকারী যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করে না | ৫৮৩ | ২৩.৩৩ |
| সব জায়গায় সকল লজিস্টিকাল সাপোর্ট নেই | | |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৩৫ | ১.৪০ |

সারণি ১৬ তে উত্তরদাতাগণের মতে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতা বলেছেন জনগণ সঠিক সময়ে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করে না। সাধারণত: সন্তানের স্কুলে ভর্তি, পাসপোর্ট সংগ্রহ, জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ ও সংশোধন, ইত্যাদির প্রয়োজনে জন্ম নিবন্ধন সনদ সংগ্রহ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যদিও জন্মের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য বর্তমানে সরকারী কম্পেইন চলছে। এই সময়ে বিনা ফিজে জন্ম নিবন্ধন করা হচ্ছে। সত্তর শতাংশের কিছুটা অধিক উত্তরদাতার মতে পরিষদে জনবলের সংকট রয়েছে (৭৪.১১), জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সার্ভার অনেক সময় দুর্বল থাকে (৭৩.৩৫) এবং ইন্টারনেট গতি দুর্বল (৭৩.১১)। পঞ্চাশ শতাংশের সামান্য বেশি শতাংশ উত্তরদাতা জানান নিবন্ধন নিতে জনগণ যাচাই-বাছাই করার সময় দিতে বাহানা করে। তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন: বাবা-মায়ের জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয় পত্র, কর প্রদানের রসিদ, ইত্যাদি দাখিল করতে গড়িমসি করে। এমনকি অনেক সময় পরিবারের সদস্যগণ তথ্য গোপন করার চেষ্টা করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৩২.০৫%) উত্তরদাতা জানান যে, বেশিরভাগ মৃত ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন থাকে না, তখন নতুন করে জন্ম নিবন্ধন করে মৃত্যু নিবন্ধন করতে হয়। কেননা সর্ভারে জন্ম নিবন্ধন ব্যতীত মৃত্যু নিবন্ধন করা যায় না। অধিকন্তু, জন্ম নিবন্ধনের জন্য সর্ভার ফি কেটে নেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি পরিবার থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে এই খরচ পরিষদকে বহন করতে হয়।

সারণি ১৭. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য পৃথক জনবলের ব্যবস্থা করা | ১৬৯১ | ৬৭.৬৭ |
| সেবাশ্রত্যাশীর্ণ যেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সেবা নিতে আসে সেটা প্রচার করা | ১৫৭৮ | ৬৩.১৫ |
| সার্ভার আরো শক্তিশালী করা | ১৪৩৬ | ৫৭.৪৬ |
| দ্রুত গতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করা | ১৪৩৫ | ৫৭.৪২ |
| যথাসময়ে স্বাস্থ্য সহকারী/পরিবার কল্যাণ সহকারীর প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করা | ১৪৩২ | ৫৭.৩০ |
| সনদ প্রদান প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যকে বৃত্ত করা | ১৩২১ | ৫২.৮৬ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৩৫ | ১.৪০ |

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে উত্তরদাতাগণের সুপারিশ সারণি ১৭ এ তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় সত্তর শতাংশ (৬৭.৬৭) সাক্ষাৎকারদাতা ইউনিয়ন পরিষদের জনবল কাঠামোতে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য পৃথক কর্মচারী নিয়োগের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ষাট শতাংশের সামান্য অধিক (৬৩.১৫) সাক্ষাৎকারদাতা জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন যেন পর্যাপ্ত সময় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে নিবন্ধন নিতে আসে। প্রায় ষাট শতাংশ উত্তরদাতা শক্তিশালী সার্ভার এবং দ্রুত গতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছেন।

সারণি ১৮. অবিবাহিত সনদ ও পুনঃ বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| পরিষদে বিবাহ-তালাক বিয়্যক তথ্যভান্ডার নেই | ১১৯৫ | ৪৭.৮২ |
| জনবলের অভাব | ১০৭৮ | ৪৩.১৪ |
| চেয়ারম্যান জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে সবাইকে দেন | ১০৫২ | ৪২.১০ |
| নিকাহ রেজিস্ট্রার সময়মত তথ্য দেয় না | ৯৮২ | ৩৯.৩০ |
| সচিবের বা হিসাব সহকারীর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই | ৮৫৫ | ৩৪.২১ |
| জনগণ যাচাই করার সময় দিতে চায় না | ৭৯১ | ৩১.৬৫ |
| পরিবারের সদস্যগণ অনেক সময় তথ্য গোপন করে | ৬৩২ | ২৫.২৯ |
| গ্রাম পুলিশ যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না | ৫৬২ | ২২.৪৯ |
| সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য দায়িত্ব নিতে চান না | ৩৫২ | ১৪.০৯ |
| জনগণের সচেতনতা | ৩২১ | ১২.৮৫ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৪৮ | ১.৯২ |

অবিবাহিত সনদ ও পুনঃ বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার সনদ প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ সারণি ১৮ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (৪৭.৮২) উত্তরদাতা জানান পরিষদে এ ধরনের তথ্যভান্ডার না থাকার কারণে সনদ প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়। চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন এধরনের সনদ দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত জনবল পরিষদে নেই। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উত্তরদাতা জানান এ সনদ প্রদানের জন্য বিভিন্ন পক্ষ যেমন-নিকাহ রেজিস্ট্রার, গ্রাম পুলিশ, ইউপি সদস্য, ইত্যাদি

থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সুতরাং তাদের সাড়া দেয়ার তৎপরতার উপর সেবা প্রদান নির্ভর করে।

সারণি ১৯ অবিবাহিত সনদ ও পুন: বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| বিবাহ-তালাক বিষয়ক তথ্য ভাঙার করা | ১২৩০ | ৪৯.২২ |
| ইউপি সদস্য এবং গ্রাম পুলিশকে এ বিষয়ে সচেতন করা | ১১৫২ | ৪৬.১০ |
| নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নিয়মিত/খন্ডকালীন পরিষদ কমপ্লেক্সে অফিস করার ব্যবস্থা করা | ১০৮৭ | ৪৩.৫০ |
| সময়মত নিকাহ রেজিস্ট্রারের তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা | ৮৭৫ | ৩৫.০১ |
| সচিব বা হিসাব সঞ্চালকের মাধ্যমে সনদ প্রদান করা | ৮৭৫ | ৩৫.০১ |
| সেবাপ্রত্যাশীগণ যেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সেবা নিতে আসে সেটা প্রচার করা | ৭৮৫ | ৩১.৪১ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৩৫ | ১.৪০ |

অবিবাহিত সনদ ও পুন: বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার সনদ প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে উত্তরদাতাগণের সুপারিশ সারণি ১৯ এ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (৪৯.২২) উত্তরদাতা পরিষদে বিবাহ-তালাক বিষয়ক তথ্যভাঙার তৈরি করা সুপারিশ করেন। চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি সংখ্যক (৪৬.১০%) উত্তরদাতা নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নিয়মিত/খন্ডকালীন পরিষদ কমপ্লেক্সে অফিস করার সুপারিশ করেছেন।

সারণি- ২০. বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়ন যেমন-পেনশনভোগীদের জীবিত থাকা, বার্ষিক আয়, ভূমিহীন, এক ব্যক্তির একাধিক নাম, পাসপোর্টের জন্য পরিচিতি প্রতিপাদন, বিভিন্ন কাজের/বিষয়ের অনাপত্তি পত্র প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| এ ধরনের তথ্য-ভাঙার ইউনিয়ন পরিষদে নেই | ১২০৭ | ৪৮.৩০ |
| চেয়ারম্যান স্নানস্থিত হারানোর জরে সব আবেদনকারীকে দিয়ে দেন | ১০৫২ | ৪২.১০ |
| জনগণ যাচাই করার সময় দিতে চায় না | ১০৫২ | ৪২.১০ |
| পরিবারের সদস্যগণ অনেক সময় তথ্য গোপন করে | ৯৩৭ | ৩৭.৪৯ |
| প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে না | ৮৯২ | ৩৫.৬৯ |
| যথার্থ যাচাই-বাছাই করে না প্রদান করলে দায় থেকে যাবে | ৬৮২ | ২৭.২৯ |
| সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য দায়িত্ব নিতে চায় না | ৫৭৮ | ২৩.১৩ |
| জনগণের সচেতনতা | ৫৬০ | ২২.৪১ |
| জনবলের অভাব | ৪৮৮ | ১৯.৫৩ |
| গ্রাম পুলিশ যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করে না | ৪৩২ | ১৭.২৯ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৪৬ | ১.৮৪ |

উত্তরদাতাগণের মতে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়ন প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ সারণি ২০ এ ভুলে ধরা হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (৪৮.৩০) উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে, পরিষদে এ ধরনের কোন তথ্যভাঙার নেই। চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি সংখ্যক

(৪২.১০%) উত্তরদাতা মনে করেন জনগণ এ ধরনের প্রত্যয়ন নিতে এসে তাড়াছড়ো করে আর চেয়ারম্যান জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে কাউকে না বলতে পারে না। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতার মতে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই ব্যতীত সনদ প্রদান করা হলে এ থেকে উজ্জ্বল দায় চেয়ারম্যান কখনো এড়াতে পারবে না।

সারণি ২১. বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়ন যেমন-পেনশনভোগীদের জীবিত থাকা, বার্ষিক আয়, ভূমিহীন, এক ব্যক্তির একাধিক নাম, পাসপোর্টের জন্য পরিচিতি প্রতিপাদন, বিভিন্ন কাজের/বিষয়ের অনাপত্তি পত্র প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| পরিষদে প্রতিটি বিষয়ে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা | ১২৫৩ | ৫০.১৪ |
| সেবাঅত্যাশীপন যেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সেবা নিতে আসে সেটা প্রচার করা | ১০৯৭ | ৪৩.৯০ |
| ইউপি সদস্য এক গ্রাম পুলিশকে এ বিষয়ে সচেতন করা | ১০৩৩ | ৪১.৩৪ |
| সচিব বা হিসাব সহকারীর মাধ্যমে সনদ প্রদান করা | ৮৯৬ | ৩৫.৮৫ |
| স্থাবরত্ব যাচাই-বাছাই করে প্রদান করা | ৬৮২ | ২৭.২৯ |
| পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করা | ৪৮৮ | ১৯.৫৩ |
| কোন পরামর্শ নেই | ২৫ | ১.০০ |

সারণি ২১ এ বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়ন প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে উত্তরদাতাগণের সুপারিশ বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চাশ শতাংশের সামান্য অধিক (৫০.১৪) সংখ্যক উত্তরদাতা পরিষদে প্রতিটি বিষয়ে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা জনসচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে জনগণকে এই মর্মে সচেতন করতে হবে, যেন তারা পর্যাপ্ত সময় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন শিক্ষাগত সনদ, বাবা-মায়ের জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয় পত্র, ইত্যাদি সাথে নিয়ে আসে। ইউপি সদস্য এবং গ্রাম পুলিশকে সচেতন করা যেন তারা পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই করে দ্রুত তথ্য প্রদান করে।

সারণি ২২. ট্রেড লাইসেন্স, কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুল, প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদির নিবন্ধন প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে চায় না | ১২৬৫ | ৫০.৬২ |
| জনগণ যাচাই করার সময় দিতে চায় না | ১১৫০ | ৪৬.০২ |
| অনেকে ট্রেড লাইসেন্স/নিবন্ধন নিতে অনগ্রহী | ৮৯২ | ৩৫.৬৯ |
| জনবলের অভাব | ৬৭৭ | ২৭.০৯ |
| চেয়ারম্যান জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে সবাইকে দিয়ে দেন | ৬৫২ | ২৬.০৯ |
| অনেক সময় তথ্য গোপন করে | ৫৯১ | ২৩.৬৫ |
| ইউপি সদস্য দারিত্ব নিতে চায় না | ২৫৩ | ১০.১২ |
| এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করার পেশাগত সামর্থ্য ইউনিয়ন পরিষদের নেই | ২৫১ | ১০.০৪ |
| গ্রাম পুলিশ যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করে না | ২৩১ | ৯.২৪ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৫৪ | ২.১৬ |

উত্তরদাতাগণের মতে ট্রেড লাইসেন্স, কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুল, প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদির নিবন্ধন প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ সারণি ২২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চাশ শতাব্দের সামান্য অধিক (৫০.৬২) সংখ্যক উত্তরদাতার জানান সনদ প্রত্যাশীগণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন-জাতীয় পরিচয় পত্র, ভাড়ার চুক্তিনামা/জমির দলিল, মূলধন, পরিমেল বন্ধ, পরিমেল নিয়মাবলী, ইনকর্পোরেশন সনদ, অংশীদারী চুক্তিনামা, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ইত্যাদি দাখিল করতে চায় না। তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক উত্তরদাতা জানান এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করার পেশাগত সামর্থ্য ইউনিয়ন পরিষদের নেই।

সারণি ২৩. ট্রেড লাইসেন্স, কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুল, প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদির নিবন্ধন প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরপের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| সেবাপ্রত্যাশীগণ যেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সেবা নিতে আসে সেটা প্রচার করা | ১২৬৫ | ৫০.৬২ |
| ইউপি সদস্য এবং গ্রাম পুন্ডিকে এ বিষয়ে সচেতন করা | ৯৮২ | ৩৯.৩০ |
| সচিব বা হিসাব সহকারীর মাধ্যমে সনদ প্রদান করা | ৮৫২ | ৩৪.০৯ |
| জনগণকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে উৎসাহ প্রদান করতে জনমত গঠন করা | ৮৩২ | ৩৩.২৯ |
| ট্রেড ফেয়ার আয়োজন করা | ৬৫১ | ২৬.০৫ |
| কোন পরামর্শ নেই | ৫৪ | ২.১৬ |

সারণি ২৩ এ ট্রেড লাইসেন্স, কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুল, প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদির নিবন্ধন প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরপে উত্তরদাতাগণের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চাশ শতাব্দের সামান্য অধিক (৫০.৬২) উত্তরদাতা জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন, যেন তারা সেবা গ্রহণে পর্যাপ্ত সময় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আসে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা জনগণকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে উৎসাহ প্রদান করতে জনমত গঠন করা এবং ট্রেড ফেয়ার আয়োজনের সুপারিশ করেছেন।

সারণি ২৪. বিভিন্ন প্রকার ভাতা যেমন বয়স্ক, বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার, ভিজিএফ, ভিজিডি, ইত্যাদি ভাতা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| কোন তথ্যভান্ডার (Database) নেই | ২৩৫৫ | ৯৪.২৪ |
| চাহিদার তুলনায় ভাতার সংখ্যা কম | ২০৯০ | ৮৩.৬৩ |
| সঠিক সময়ে ভাতা প্রত্যাশীগণ নিবন্ধন করে না | ১৫৩২ | ৬১.৩০ |
| ভাতার আর্থিক মূল্য বর্তমান বাজার দরের তুলনায় কম | ১৫৩২ | ৬১.৩০ |
| চেয়ারম্যান জনপ্রিয়তা হারানোর কাউকে না করতে পারে না | ৬৫১ | ২৬.০৫ |
| গাচহি করার সময় দিতে চায় না | ৫৬১ | ২২.৪৫ |
| সেবাপ্রত্যাশী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে না | ৬২১ | ২৪.৮৫ |

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| ভাতা প্রত্যাশীগণ সচেতন কম | ৫৬৪ | ২২.৫৭ |
| জনবলের অভাব | ৫৬১ | ২২.৪৫ |
| ইউপি সদস্যগণ দায়িত্ব নিতে চায় না | ২৩৫ | ৯.৪০ |
| স্বজনস্বীতি হয় | ২৫১ | ১০.০৪ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ২৪ | ০.৯৬ |

উত্তরদাতাগণের মতে বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ সারণি ২৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক (৯৪.২৪%) উত্তরদাতা মতে ইউনিয়ন পরিষদে এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্যভান্ডার (উৎসধনধংব) নেই। আশি শতাংশের কিছুটা বেশি (৮৩.৬৩%) উত্তরদাতা মনে করেন চাহিদার তুলনায় ভাতার সংখ্যা নিতান্তই সামান্য।

সারণি ২৫. বিভিন্ন প্রকার ভাতা যেমন বয়স্ক, বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার, ভিজিএফ, ভিজিডি, ইত্যাদি ভাতা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রবোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| কোন তথ্যভান্ডার (Database) তৈরি করা | ২১৫৬ | ৮৬.২৭ |
| বেশি সংখ্যক মানুষকে ভাতার আওতায় আনয়ন করা | ১৫৮৮ | ৬৩.৫৫ |
| ভাতার আর্থিক মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়ানো | ১৫৪৭ | ৬১.৯০ |
| সেবাপ্রত্যাশীগণ যেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সেবা নিতে আসে সেটা প্রচার করা | ৯৮২ | ৩৯.৩০ |
| অপেক্ষামান তালিকা নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা | ৮৫২ | ৩৪.০৯ |
| জনগণকে সরকারী ব্রাদ সম্পর্কে অবহিত করা | ৮৩২ | ৩৩.২৯ |
| তালিকা প্রস্তুতে জনপ্রতিনিধিকে আরো দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ হওয়া | ৮৩২ | ৩৩.২৯ |
| সচিব বা হিসাব সহকারীর মাধ্যমে সনদ প্রদান করা | ৭৮৯ | ৩১.৫৭ |
| ইউনিয়ন সমাজ কর্মীকে পরিষদে ন্যস্ত করে তার মাধ্যমে এ সকল তালিকা প্রস্তুত করা | ৬৫২ | ২৬.০৯ |
| ইউপি সদস্য এবং গ্রাম মূলিশকে এ বিষয়ে সচেতন করা | ৫৬১ | ২২.৪৫ |
| স্বজনস্বীতি বন্ধে মনিটরিং জোরদার করা | ২৩৫ | ৯.৪০ |
| কোন পরামর্শ নেই | ৫৪ | ২.১৬ |

সারণি ২৫ এ বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে উত্তরদাতাগণের সুপারিশ বিধৃত হয়েছে। অধিকাংশ (৮৬.২৭%) উত্তরদাতা বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্যভান্ডার (উৎসধনধংব) তৈরি করার সুপারিশ করেছেন। যাট শতাংশের সামান্য অধিক উত্তরদাতা ভাতার আর্থিক মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়িয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে ভাতার আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা তালিকা প্রস্তুতে জনপ্রতিনিধিকে আরো দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ হওয়ার আহবান জানিয়ে অপেক্ষামান তালিকা নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সারণি ২৬. বিচার সালিশি ও পারিবারিক বিরোধ নিরসনে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| আদালত পরিচালনার জন্য লোকবল কম | ২৩৫৭ | ৯৪.৩২ |
| মুসলিম ধর্ম বাতীত অন্য ধর্মের বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা নেই | ১৬৫২ | ৬৬.১১ |
| গ্রাম আদালতের এখতিয়ার কম | ২০৯০ | ৮৩.৬৩ |
| বিভিন্ন উপকরণে স্বল্পতা | ১৫৭২ | ৬২.৯১ |
| অবকাঠামোর অভাব | ১৫৪৭ | ৬১.৯০ |
| অনেকে সমন পেয়ে গ্রাম আদালতে হাজির হয় না। | ১৫৩৩ | ৬১.৩৪ |
| বাদী-প্রতিবাদীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয় | ১১৫০ | ৪৬.০২ |
| আধুনিকায়ন ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় | ১১৫০ | ৪৬.০২ |
| সামাজিক টাউটপংগ ধান-পুলিশ করতে উৎসাহিত করে | ১০৫৪ | ৪২.১৮ |
| গ্রাম আদালতের রায় বাস্তবায়ন | ১০৩৩ | ৪১.৩৪ |
| স্থানীয় শোকেবর সচেতনতার অভাব | ৮৩২ | ৩৩.২৯ |
| জনপ্রতিনিধিদের আচরণ অনেক সময় ভাবমূর্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় | ৭৮৯ | ৩১.৫৭ |
| সঠিক সময়ে সেবা প্রত্যাশীপন আবেদন করে না | ৭৩২ | ২৯.২৯ |
| রায় বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও ক্ষমতা নেই | ৬৫২ | ২৬.০৯ |
| জনগণ সচেতন কম | ৬৫১ | ২৬.০৫ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ৪২৫ | ১৭.০১ |

উত্তরদাতাগণের মতে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার সালিশি ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ সারণি ২৬ এ বর্ণিত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক (৯৪.৩২%) উত্তরদাতা মনে করেন গ্রাম আদালত পরিচালনা করার মতো পর্যাপ্ত জনবল পরিষদের নেই। আশি শকাংশের কিছুটা বেশি (৮৩.৬৩) সংখ্যক উত্তরদাতা মতে গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বর্তমান বাজার মূল্যের তুলায় কম। ষাট শতাংশের সামান্য বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা জানান গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যেমন-রেজিস্টার, ফরম, ইত্যাদি ক্রয় করতে পরিষদের অনেক খরচ করতে হয়। অন্য দিকে আদালত বসানোর জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো যেমন-এজলাস, চেয়ার, কসার জায়গা, ইত্যাদির সংকট রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উল্লেখ করে যে, অনেকে সমন পেয়ে প্রতিবাদী গ্রাম আদালতে হাজির হয় না (৬১.৩৪%)। এছাড়াও বাদী-প্রতিবাদীর রাজনৈতিক পরিচয় অনেক সময় গ্রাম আদালতের বিচার কাজ এবং রায় বাস্তবায়ন প্রভাবিত করে।

সারণি ২৭. বিচার সালিশি ও পারিবারিক বিরোধ নিরসনে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| জনবল বৃদ্ধি যেমন-গ্রাম আদালত সহকারী পদ সৃষ্টি করা | ১৭৫৮ | ৭০.৩৫ |
| গ্রাম আদালতের এখতিয়ার মৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করা | ১৬৫২ | ৬৬.১১ |
| পারিবারিক বিরোধের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা | ১৫৮৭ | ৬৩.৫১ |
| নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা | ১১৫০ | ৪৬.০২ |

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| গ্রাম আদালতের রায় বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা | ১১৫০ | ৪৬.০২ |
| গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া ও এর সুফল সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্যাম্পেইন কর্মসূচি পরিচালনা করা | ১০৩৩ | ৪১.৩৪ |
| পারিবারিক সহিংসতা বন্ধে জনমত গঠন করা | ৮৫১ | ৩৪.০৫ |
| অন্যান্য ধর্মান্বলম্বীর বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করা | ৭৮২ | ৩১.২৯ |
| মামলা নিবন্ধনের জন্য ফির পরিমাণ বৃদ্ধি | ৭৮৯ | ৩১.৫৭ |
| পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করা | ৭৩২ | ২৯.২৯ |
| প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা | ৬৫২ | ২৬.০৯ |
| আদালত পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সম্মানীয় ব্যবস্থা করা | ৬৫২ | ২৬.০৯ |
| সুখী দম্পত্তি/পরিবার পদক প্রচলন করা | ৬৫১ | ২৬.০৫ |
| পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০২০ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা | ৫২১ | ২০.৮৫ |
| নারী ও প্রতিক জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানোর জন্য গ্রাম আদালত আইনকে হালনাগাদ কর | ৪২৫ | ১৭.০১ |
| সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচার কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা। | ২৩৫ | ৯.৪০ |

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার সালিশ এর চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে উত্তরদাতাগণের সুপারিশ সারণি ২৭ এ তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ (৭০.৩৫%) উত্তরদাতা গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য জনবল বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন। সে ক্ষেত্রে তারা গ্রাম আদালত সহকারী নামে একটি পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করেছেন। সত্তর শতাংশের কাছাকাছ (৬৬.১১) উত্তরদাতা গ্রাম আদালতের বিচারিক এখতিয়ার যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা গ্রাম আদালতের রায় বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মামলা নিবন্ধন ফির পরিমাণ বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত এবং আদালত পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সম্মানীয় ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেছেন।

সারণি ২৮. গরিব ও দুঃস্থ মানুষের সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ (একের অধিক উত্তর প্রবেশ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| মানুষের চাহিদা বেশি | ২৩৯২ | ৯৫.৭২ |
| দ্রুত সাহায্য পেতে চায় | ২২৫৬ | ৯০.২৮ |
| পরিষ্কৃতি বুঝতে চায় না | ১৮৯২ | ৭৫.৭১ |
| ছদ্মবেশী সেবাপ্রার্থী | ১৫৮৭ | ৬৩.৫১ |
| সেবাপ্রার্থীর সংখ্যা বেশি | ১১৫০ | ৪৬.০২ |
| সেবাপ্রার্থীগণ আবেদন করতে চায় না | ৯৬৪ | ৩৮.৫৮ |
| সামাজিক টাউটরা সুবিধা খেঁজে | ৮৯১ | ৩৫.৬৫ |
| জনগণ সচেতন কম | ৬৫২ | ২৬.০৯ |
| কোন চ্যালেঞ্জ নেই | ২৮ | ১.১২ |

উত্তরদাতাগণের মতে গরিব ও দুঃস্থ মানুষের সহায়তা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ সারণি ২৮ এ তুলে ধরা হয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ (৯৫.৭২%) উত্তরদাতা জানান মানুষের চাহিদা বেশি। অর্থাৎ যে পারমাণ প্রদান করা হয়, সেটা দিয়ে তার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সাধন হয় না। তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক সাক্ষাতকারদাতা জানান সেবা প্রত্যাশী দ্রুত সাহায্য পেতে চায় এবং পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করে না। ষাট শতাংশের কিছুটা অধিক সংখ্যক উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে, ছন্নবেশী সেবাপ্রত্যাশী রয়েছে যাদের আর্থিক অবস্থা সম্বল কিন্তু স্বভাবদোষে আর্থিক সাহায্য অবেশণ করে বেড়ায়।

সারণি ২৯. গরিব ও দুঃস্থ মানুষের সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়সমূহ (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| সহায়তার পরিমাণ যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়ানো | ২২৫৮ | ৯০.৩৬ |
| আবেদন পরে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য এবং সচিবের মাধ্যমে করা | ২২৪১ | ৮৯.৬৮ |
| সেবাপ্রত্যাশীগণ যেন প্ররোজনীয় কাগজপত্রসহ সেবা নিতে আসে সেটা প্রচার করা | ১৭৪২ | ৬৯.৭১ |
| সামাজিক টাউট হতে সাবধান হতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি | ৯৬৪ | ৩৮.৫৮ |
| অনলাইনে আবেদনের সুযোগ রাখা | ৫৬১ | ২২.৪৫ |

গরিব ও দুঃস্থ মানুষের সহায়তা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় উত্তরদাতাগণের সুপারিশ সারণি ২৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯০.৩৬%) সহায়তার পরিমাণ যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়ানোর প্রস্তাব রেখেছেন এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যের পরামর্শ ও সচিবের মাধ্যমে প্রদান করার সুপারিশ করেছেন। সামান্য সংখ্যক উত্তরদাতা (২২.৪৫%) আর্থিক সাহায্যের জন্য অনলাইনে আবেদনের সুযোগ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

সারণি ৩০. ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানে আরো কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| ইউনিয়ন পরিষদ ও জনসাধারণের সচেতনতার অভাবে সকল বিষয় হতে কর আদায় সম্ভব হয় না | ১৮৯২ | ৭৫.৭১ |
| সুশুষ্টি নীতিমালা বা বিধিমালায় অভাবে জল মহাল, বাসু মহাল, পাথর মহাল, নিকাং নিবন্ধন, ইত্যাদির প্রাপ্য অংশ হতে ইউনিয়ন পরিষদ বঞ্চিত হচ্ছে | ১৮৫২ | ৭৪.১১ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি | ১৭৯২ | ৭১.৭১ |
| ৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করার বিধান অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি | ১৭৫৮ | ৭০.৩৫ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিয়মিত বেতন ভাতা ও পেনশন | ১৬৮৯ | ৬৭.৫৯ |
| পরিষদের নিজস্ব কোন যানবাহন নেই | ১৬৭৮ | ৬৭.১৫ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন ফেল | ১৬৫৯ | ৬৬.৩৯ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আবাসন | ১৫৬৮ | ৬২.৭৫ |

| চ্যালেঞ্জসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| একজন জনপ্রতিনিধিকে নিদেনপক্ষে প্রতিদিন একাধিক দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে হর যখনে উপহার প্রদান করতে হর যা তাদের জন্য খিব্রতকর বটে | ১১৫২ | ৪৬.১০ |
| নিজস্ব আয়ের স্বল্পতা হেতু অনেক পরিষদ যথাসময়ে চোয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী, যাওয়াত ভাতা, ইত্যাদি প্রদান করতে পারে না | ১০৫৮ | ৪২.৩৪ |
| বিভিন্ন কমিটির সদস্যসহ পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের নিজ খরচে যাওয়াত করতে হয় | ৮৯২ | ৩৫.৬৯ |
| অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের সুযোগ কম | ৬৫২ | ২৬.০৯ |
| স্থানীয় জনগণের মনমানসিকতা | ৬৫১ | ২৬.০৫ |
| জনপ্রতিনিধিগণের বিচারের আওতার আনা যায় না | ৫৮২ | ২৩.২৯ |

উত্তরদাতাগণের মতে ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ সারণি ৩০ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতা জানান ইউনিয়ন পরিষদ ও জনসাধারণের সচেতনতার অভাবে সকল বিষয় হতে কর আদায় সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, সুস্পষ্ট নীতিমালা বা বিধিমালার অভাবে জল মহাল, বালু মহাল, পাথর মহাল, নিকাহ নিবন্ধন, ইত্যাদির প্রাপ্য অংশ হতে ইউনিয়ন পরিষদ বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা বলেন নিজস্ব আয়ের স্বল্পতা হেতু অনেক পরিষদ যথাসময়ে চোয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী, যাওয়াত ভাতা, ইত্যাদি প্রদান করতে পারে না।

সারণি ৩১. ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান উন্নয়নে আরো যেসকল পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|-------------------|-----------|
| অতি সত্তর ৭টি মহাপালকের ৯টি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করা | ১৮৯২ | ৭৫.৭১ |
| কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে না মর্মে পরিপত্র জারী করা | ১৭৫৬ | ৭০.২৭ |
| জল মহাল, বালু মহাল, পাথর মহাল, নিকাহ নিবন্ধন হতে ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্য অংশের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন করা | ১৬৫৮ | ৬৬.৩৫ |
| বিলবোর্ড, পটপ্যান, ক্যাকল নেটওয়ার্কে বিজ্ঞাপন, ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা | ১৬৫২ | ৬৬.১১ |
| বিভিন্ন কমিটির সদস্যসহ পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের যাওয়াত ভাতার ব্যবস্থা করা | ১৫৬৮ | ৬২.৭৫ |
| পরিষদের নিজস্ব যানবাহনের ব্যবস্থা করা | ১৪৮৯ | ৫৯.৫৮ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন ক্রম যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়ানো (সচিবালয়ের ৯ম গ্রেড এবং হিসাব সহকারীগণের ১০ম গ্রেড) | ১৩৫৯ | ৫৪.৩৮ |
| হিসাব সহকারী ও গ্রাম পুলিশগণের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা | ১৩৫২ | ৫৪.১০ |
| পরিষদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আবাসনের ব্যবস্থা করা | ১৩৫২ | ৫৪.১০ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন ও যাওয়াত ভাতা প্রদান নিশ্চিত করা | ১৩৫২ | ৫৪.১০ |
| কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জাতীয় পেনশন তহবিল গঠন করা | ১২৫০ | ৫০.০২ |
| পরিষদের সদস্যগণের পরিষদের ও নিজেদের দাবিত্ব কার্য সম্পর্কে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা | ১০৬৫ | ৪২.৬২ |
| অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা | ৬৮৯ | ২৭.৫৭ |

ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার উত্তরদাতাগণের সুপারিশ সারণি ৩১ এ তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭৫.৭১%) অতি সত্তর ৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তরের অভিমত প্রকাশ করেছেন। সত্তর শতাংশের কিছুটা অধিক (৭০.২৭) উত্তরদাতা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপহার দিয়ে দাওয়াতে অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করার পরামর্শ প্রদান করেছেন। ষাট শতাংশের সামান্য অধিক উত্তরদাতা (৬৬.৩৫) জল মহাল, বালু মহাল, পাথর মহাল, নিকাহ নিবন্ধন হতে ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্য অংশের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন করার তাগিদ দিয়েছেন।

চূয়ান্ন শতাংশের সামান্য অধিক সংখ্যক উত্তরদাতা ইউপি সচিবের বেতন স্কেল ৯ম গ্রেড এবং হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরের বেতন স্কেল ১০ম গ্রেড উন্নীত করার সুপারিশ করেছেন। পাশাপাশি হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও গ্রাম পুলিশগণের পদোন্নতির ব্যবস্থাসহ আবাসনের ব্যবস্থা করা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সারণি ৩২. ইউনিয়ন পরিষদকে আরো কার্যকর, শক্তিশালী ও জবাবদিহি করতে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে (একের অধিক উত্তর প্রযোজ্য)

| | সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|-----------|---|-------------------|-----------|
| কার্যকর | সচিব, হিসাব সহকারীদের বৈতিক বেতন স্কেল ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা | ২৩৪৫ | ৯৩.৮৪ |
| | জনা-মৃত্যু নিবন্ধন, রাজস্ব আদায়, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রাম আদালত, ইত্যাদির জন্য পৃথক জনকল নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা | ১৮৫২ | ৭৪.১১ |
| | ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তরযোগ্য সরকারের দত্তর সমূহকে দ্রুত হস্তান্তর করা | ১৭৬৫ | ৭০.৬৩ |
| | নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও কার্য সহকারী পদ সৃষ্টি করা | ১৬৭২ | ৬৬.৯১ |
| | বেতন ভাতা ও পেনশন নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার তহবিল পঠন করা যেখান থেকে | ১৫৪২ | ৬১.৭০ |
| | উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এর সাথে আরো সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা | ১৪৫৮ | ৫৮.৩৪ |
| শক্তিশালী | আদর্শ কর তফসিল ২০১৩ হালনাগাদ করা | ২৩৯৫ | ৯৫.৮৪ |
| | নিম্নর সম্বন্ধিতে মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, ওষুধের ডিসপেনসারি, ইত্যাদি স্থাপন | ১৯৮৫ | ৭৯.৫৩ |
| | জল মহাল, বালু মহাল, পাথর মহাল, নিকাহ নিবন্ধন হতে ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্য অংশের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন করা | ১৭০২ | ৬৮.১১ |
| | বাজারমূল্যে সম্পত্তি ইজারা প্রদান | ৮৭৭ | ৩৫.০৯ |
| জবাবদিহি | নিয়মিত নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা | ১৪৩৬ | ৫৭.৪৬ |
| | নিয়মিত ওয়ার্ড সভা, স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন, ইউডিসিসি, স্থায়ী কমিটির সভা, ইত্যাদির আয়োজন করা | ১৩৫৬ | ৫৪.২৬ |
| | নিয়মিত ওয়ার্ডসাইট ও নোটিশ বোর্ড হালনাগাদ করা | ১৩১৯ | ৫২.৭৮ |
| | পরিষদে অভিযোগ ও পরামর্শ বাস্তব স্থাপন করা | ১২৮৩ | ৫১.৩৪ |
| | অনলাইনে পরামর্শ প্রদানের সুযোগ রাখা | ১২৮৩ | ৫১.৩৪ |

| সুপারিশসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|--|-------------------|-----------|
| একমুখী হট লাইন চালু রাখা | ১২৮৩ | ১.৪৮ |
| ফেসবুক, টুইটার, ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় জনমত প্রদানের সুযোগ রাখা | ১২৮৩ | ৯৩.৮৪ |
| কোন পরামর্শ নেই | ৩৭ | ১.৪৮ |

সারণি ৩২ এ ইউনিয়ন পরিষদকে আরো কার্যকর, শক্তিশালী ও জবাবদিহি করতে উত্তরদাতাগণের পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিষদকে কার্যকর করতে অধিকাংশ উত্তরদাতা পরিষদের জনবল বাড়ানোসহ তাদের যৌক্তিক বেতন ফেল, পদোন্নতি, তহবিল গঠন এবং ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তরযোগ্য সরকারের দপ্তর সমূহকে দ্রুত হস্তান্তর করার সুপারিশ করেছেন।

অন্যদিকে, ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে উত্তরদাতাগণ নিজস্ব আয় বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা আদর্শ কর তফসিল ২০১৩ হালনাগাদ করাসহ, নিজস্ব সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার ও আইনে বর্ণিত সকল আয়ের উৎস হতে রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনাসহ স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশের উপর জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি জনগণ যেন তার পরামর্শ ও অভিযোগ প্রদান করতে পারে সেই সুযোগ রাখার অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১২. গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল

১২.১ ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফেসব সেবা প্রদান করা হয়

- ১) রাস্তা, কালভার্ট, রাস্তার গাইড ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন
- ২) ট্রেড লাইসেন্স, কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুল, প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ।
- ৩) বিচার সালিশি ও পারিবারিক বিরোধ নিরসন, পুনঃ বিবাহের অনুমতি।
- ৪) গরিব ও দুঃস্থ মানুষের সহায়তা প্রদান।
- ৫) বিভিন্ন প্রকার সনদ যেমন-নাগরিকত্ব, চারিত্রিক, উত্তরাধিকার, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ।
- ৬) বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়ন যেমন-অবিবাহিত, ভূমিহীন, এক ব্যক্তির একাধিক নাম, বার্ষিক আয়, ইত্যাদি।
- ৭) পেনশনভোগীদের জীবিত থাকায় প্রমাণ।
- ৮) পাসপোর্টের জন্য পরিচিতি প্রতিপাদন।
- ৯) বিভিন্ন প্রকার ভাতা যেমন-বয়স্ক, বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা, প্রতবন্ধী, মাতৃতবকালীন, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার, ভিজিএফ, ভিজিডি, ইত্যাদি।

১০) বিভিন্ন কাজের/বিষয়ের অনাপত্তি পত্র

১২.২ সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

- ১) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত ৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করার বিধান অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি।
- ২) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের তৎপরতা ও জনসাধারণের সচেতনতার অভাবে সকল বিষয় হতে কর আদায় সম্ভব হয় না।
- ৩) ইন্টারনেটের গতি বেশিরভাগ সময় কাল্পিত পর্যায়ে থকে না।
- ৪) ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণ কম। জনসাধারণ ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে অতি সামান্যই ধারণা রাখে।
- ৫) সঠিকভাবে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় অনেক পরিষদ বথাসময়ে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী প্রদান করতে পারে না। অপরদিকে একজন জনপ্রতিনিধিকে নিদেনপক্ষে প্রতিদিন একাধিক দাওয়াতে অংশগ্রহণসহ প্রচুর দান-খয়রাত করতে হয়।
- ৬) সেকেন্দ্রে আদর্শ কর তফসিল, জল মহাল, বালু মহাল, পাথর মহাল, নিকাহ নিবন্ধন হতে ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্য অংশের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনার অভাবে ইউনিয়ন পরিষদ বঞ্চিত হচ্ছে।
- ৭) ওয়ার্ড সভা ও উন্নুক্ত বাজেট সভা এবং ইউডিসিসি সভা অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম রক্ষার জন্য আয়োজন করা হয়।
- ৮) পরিষদের নিজস্ব কোন যানবাহন নেই। চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব এর পরিষদের কাজে বিভিন্ন যায়গায় যাতায়াত খরচ হয় নিজেদেরকেই বহন করতে হয়।
- ৯) উন্নয়নমূলক কাজ করার ও বুকে নেয়ার কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীর সাহায্য নিতে হয় যাকে পেশাগত কারণেই অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়।
- ১০) বিভিন্ন সনদ ও প্রত্যয়ন প্রদানে নাগরিকের পরিচয় খুঁজে বের করা সময় সাপেক্ষ্য বটে। তাছাড়া, মানুষের চরিত্র সম্পর্কে সনদ দেয়া খুবই মুশকিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সনদ প্রদানে জনগণ যাচাই করার পর্যাপ্ত সময় দিতে চায় না। চেয়ারম্যানকে জনশ্রিত্য হারানোর ভয়ে অনেক ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই না করেই সবাইকে সনদ দিতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ফাঁকা (ইষবহশ) সনদ স্বাক্ষর করে মেধার বা তার প্রতিনিধির নিকট দিয়ে রাখে। অর্থাৎ দাপ্তরিক প্রক্রিয়া অনুসরণ কর হয়না।
- ১১) বিভিন্ন ভাতাভোগীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যভান্ডার (উৎসধনধংব) নেই, থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই হালনাগাদ করা হয়না। চাহিদার তুলনায় ভাতার সংখ্যা কম। তদুপরি সঠিক সময়ে

ভাতাপ্রত্যাশীগণ নিবন্ধন করে না। সচেতনতার অভাবে অনেক সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে ভয় পায় বা বিবৃত বোধ করে।

- ১২) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়লে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন নিতে আসে। নিবন্ধনের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল না করেই দ্রুত সেবা গ্রহণ করা ও তথ্য গোপন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
- ১৩) বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স নিতে অনগ্রহী। এমনকি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল না করেই দ্রুত সেবা পেতে দাবী করে।
- ১৪) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা মূলত: সরকারী কোষাগার এবং স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% হতে উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় জেলা প্রশাসন প্রদান করে থাকে। তবে, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ইউপি অংশের ঘাটতি থাকলে নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। এরকম পরিস্থিতি কয়েক মাস পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। তাছাড়া, বেতন স্কেল নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে দীর্ঘ দিনের অসন্তোষ রয়েছে। ইউপি সচিবগণ দীর্ঘ দিন যাবত জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম স্টেপ এর দাবী করে আসছে। অধিকন্তু হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং দফাদারগণের যথাক্রমে সচিব ও হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতির দাবী রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আবাসন সুবিধা না থাকায় দূর-দূরান্তর হতে অফিস করতে হয়।
- ১৫) পরিষদে আগত সেবা প্রার্থীদের বসার সু-ব্যবস্থা নেই। সভা কক্ষে গ্রাম আদালতের এজলাস ছাড়াও, বিভিন্ন মালামাল রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যার ফলে অনেক পরিষদে সেবাপ্রত্যাশীগণের বসার স্থান সংকুলান হয়না। অন্যদিকে টয়লেট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরিষ্কার থাকে।
- ১৬) বিরোধ নিরসনে সেবা প্রত্যাশীগণ সঠিক সময়ে গ্রাম আদালতে আবেদন করে না। যদিও বর্তমান বাজার মূল্যে বিচেনায় গ্রাম আদালতের এখতিয়ার সামান্যই। তাছাড়া, আদালত পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে লোকবল নেই।
- ১৭) পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্বের পরিমাণ অনুসারে জনবল নিতান্তই কম। একজন সচিব ও একজন হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হয়। তদুপরি, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার কারণে সকল জেলায় হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ হয়নি। অন্যদিকে, পরিষদের নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ সাপেক্ষে জনবল নিয়োগের বিধান বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদ বাস্তবায়ন করতে পারেনি।
- ১৮) পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জনগণ খুবই কম সচেতন। ক্রমবর্ধমান আধুনিকায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের কারণে গৃহস্থালী বর্জ্যের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক বর্জ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে।

১৩. সুপারিশ ও উপসংহার

১৩.১ সুপারিশসমূহ

- ১) বিধানানুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তরযোগ্য সরকারের দপ্তর সমূহকে দ্রুত হস্তান্তর করা।
- ২) রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল হালনাগাদ করা, নিজস্ব সম্পত্তিতে মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, ওষুধের ডিসপেনসারি, ইত্যাদি স্থাপন, জল মহাল, বালু মহাল, পাথর মহাল, নিকাহ নিবন্ধন, ইত্যাদি হতে ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্য অংশের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য চোয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিবিড় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মনিটরিং জোরদার করা। কাজিহত পর্যায়ে কর নির্ধারণ ও আদায়ে ব্যর্থ পরিষদকে জবাব-দিহিতার আওতায় আনা।
- ৩) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা, স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন, ইউভিসিসি সভা, স্থায়ী কমিটির সভা, ইত্যাদি আয়োজন করা, নিয়মিত ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ড হালনাগাদ করা, পরিষদে অভিযোগ ও পরামর্শ বাস্তবস্থাপন, অনলাইনে পরামর্শ প্রদানের সুযোগ রাখা, একাধিক হট লাইন চালু এবং ফেসবুক, টুইটার, ইত্যাদি স্যেচাল মিডিয়ায় জনমত প্রদানের সুযোগ রাখা।
- ৪) ইউনিয়ন পরিষদকে আরো কার্যকর করতে সচিব, হিসাব সহকারীদের যৌক্তিক বেতন ক্ষেত্র ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা। ইউনিয়ন পরিষদে ৯ম গ্রেডের একটি পদ সৃজন যা ইউপি সচিব হতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং দফাদারগণের যথাক্রমে সচিব ও হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এতে ইউনিয়ন পরিষদে একটি ক্যারিয়ার পথ তৈরি হবে যা পরিষদে কর্মরত কর্মচারীগণের একটি প্রেষণা (মোটিভেশন) হিসেবে কাজ করবে।
- ৫) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, রাজস্ব আদায়, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রাম আদালত, ইত্যাদি জন্য পদ সৃষ্টি করত: নিয়মিত নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।
- ৬) বেতন ভাতা ও পেনশন প্রদান “স্থানীয় সরকার তহবিল গঠন” করা, যেখান থেকে বেতন ভাতা ও পেনশন প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ হতে নির্ধারিত অংশ সরকার নির্ধারিত কোডে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ৭) ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে। সেবাশ্রত্যশীল যেন প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ যেমন-কর প্রদানের রসিদ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয় পত্র, ভাড়ার চুক্তিনামা/জমির দলিল, মূলধন সম্পর্কিত ঘোষণা, নিকাহনামা, ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসে সে বিষয়ে বিভিন্ন মিডিয়া

বেমেন-ওয়েবসাইট, ফেসবুক, নোটিশ বোর্ড, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত বিলবোর্ড, মাইকিং, লিফটে, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা।

- ৮) বিভিন্ন সনদ ও প্রত্যয়ন যথাযথ দাণ্ডরিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রদান করা। চারিত্রিক সনদ গ্রহণ প্রথা বাতিল করা যেতে পারে।
- ৯) বিভিন্ন ভাতাভোগীর পরিপূর্ণ তথ্যভান্ডার (উৎপাদনংংং) তৈরি এবং সময় সময় হালনাগাদ করা।
- ১০) ক্রমবর্ধমান সেবা প্রার্থীর বিষয়টি বিবেচনা করে টয়লেট ও বৈদ্যুতিক পাখার সুবিধা সম্পন্ন মনোরম অভ্যর্থনা কক্ষ স্থাপন করা। পাশপাশি পরিষদের কাজে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা। যানবাহন ক্রয়ের অংশ বিশেষ সরকার ভর্তিকি হিসেবে দিতে পারে।
- ১১) বিরোধ নিরসনে গ্রাম আদালতের গুরুত্ব নিয়ে জনমত গঠন করা। বর্তমান বাজার মূল্যের বিচেনায় গ্রাম আদালতের এখতিয়ার যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

১৩.২ উপসংহার

ইউনিয়ন পরিষদ পল্লী অঞ্চলে জনগণের দোরগোড়ায় বিভিন্ন সরকারী সেবা পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবা প্রদানের দ্বার উন্মোচন ও পৃষ্ঠপোষকতা করায় ইউনিয়ন পরিষদ হতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। যারফলে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ পরিষদে আসে। এই বহুমাত্রিক ও বিশাল জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানে চৌকস ও দক্ষ জনশক্তি অতীব প্রয়োজন যা স্বল্প বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে পাওয়া চ্যালেঞ্জিং বটে। তবে, আশা করা যায় অভ্যন্তরীণী সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থানার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে স্বাবলম্বী করে সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়াতে ইউনিয়ন পরিষদ আরো কার্যকরী অবদান রাখবে।

References and Bibliography:

1. Siddiqui, K. (2005). Local Government in Bangladesh (Revised Third Ed.). Dhaka: The University Press Limited.
2. Government of Bangladesh. (2014). Citizen Perception Survey and Services Delivery: Upazila Parishad and Union Parishad. Dhaka: Ministry of LGRD&C.
৩. স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়. (২০১২). ইউনিয়ন পরিষদ অপারেশনাল ম্যানুয়েল. ঢাকা: স্থানীয় সরকার বিভাগ.
৪. জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট. (১৯৯৯). ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক বিষয় (দ্বিতীয় সংস্করণ). ঢাকা: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট.
৫. জাতীয় স্থানীয়সরকার ইনস্টিটিউট. (২০০৩). ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল. ঢাকা: জাতীয় স্থানীয়সরকার ইনস্টিটিউট.
৬. খানুম, ড. মো.না. (১৯৮৯). আধুনিক ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা (দ্বিতীয় সংস্করণ). ঢাকা: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট.
৭. নাহার, নু. (২০১৫). উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে ওয়ার্ড সভার কার্যকারিতা. ঢাকা: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট.
৮. সাহা, দি. (১৯৯৭). স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা. নোয়াখালী: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট.
৯. রহমান, সৈ. লু (২০০৩). ইউনিয়ন পরিষদ এবং প্রায় সরকার ম্যানুয়েল. ঢাকা: নিউওয়ার্ল্ড বুককর্পোরেশন প্রকাশনা.
১০. আহমেদ, তো. (১৯৯৮). স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক. ভোলা: কোস্ট ট্রাস্ট.
১১. ভূইয়া, ই. মো. ও অন্যান্য (২০১৯). ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রায়োগিক গবেষণা: বিত্তীয় বছর. ঢাকা: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট.
১২. মনিরুজ্জামান, মো. অন্যান্য (২০২০). সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা: নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সমীক্ষা. ঢাকা: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট.

Published by The National Institute of Local Government

29, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207

Phone : 55006992, 55006993, 55006994, 55006995, 55006987, 55006997

www.nilg.gov.bd

Price Per Copy: Tk. 125.00 (in Bangladesh), US\$ 5.00 (Outside Bangladesh)